পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 246 Thursday, 6 August, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৪৬ সংখ্যা ✱ ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কলকাতায় থানা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন পরিকাঠামো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ কলকাতার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও জরুরি পরিষেবার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার হঠাৎ করেই তিনি শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের তালিকায় ছিল পোর্ট ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ওয়াটগঞ্জ থানা ও একবালপুর থানা। এর পরে তিনি লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর হয়ে সরাসরি পৌঁছে যান মির্জা গালিব স্ট্রিটের ফায়ার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে। ইতিমধ্যেই থানাগুলিতে মহিলাদের জন্য আলাদা হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। সেখানে কী পরিকাঠামো রয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ডেস্কে বসে থানার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় তাঁকে। সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে মহিলারা কোথায় যাবেন, তার হেল্প ডেস্ক কোথায়, কী ভাবে সেই অভিযোগ নেওয়া হয়, সেখানকার দায়িত্বে কারা আছেন, কী ভাব কাজ হচ্ছে সবই খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়াটগঞ্জ থানা, একবালপুর থানার ওসিদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পোর্ট ডিভিশনের মধ্যে এই দুই থানা পড়ে। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী যান লালবাজারে, কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টারে। নগরপালের সঙ্গে কথা বলেন কিছুক্ষণ। এর পরে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে রওনা দেয় মির্জা গালিব স্ট্রিটে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার রয়েছে। সেখানে উপস্থিত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি ফায়ার ব্রিগেডের বর্তমান পরিকাঠামো, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকা গাড়ির সংখ্যা এবং মোট কর্মীর উপস্থিতি সংক্রান্ত বিস্তারিত খোঁজ নেন।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ 'টাকার পাহাড়ে'র মালিক টুলু মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ প্রথম দিনই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কোটির সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছিল। টুলু মণ্ডলের সম্পত্তির তল পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে এসটিএফের তদন্তকারীদের। কোটি কোটি টাকা, সোনা, শতাধিক গাড়ি উদ্ধার হলেও পাত্তা নেই বীরভূমের 'পাথর সম্রাট' টুলুর। সেই টুলুই এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ। নাজিমুদ্দিন মণ্ডল ওরফে টুলুর প্রায় ১৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর সম্পত্তির তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই তালিকায় রয়েছে ২৪২টি গাড়ি, ৩০০ বিঘা জমি। সব মিলিয়ে ২১টি সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। প্রশ্ন হল, গা ঢাকা দিয়ে থাকা টুলু মণ্ডল মামলা করলেন কীভাবে? টুলু বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন বলে সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, সরকার বদলের পরই বিদেশে চলে গিয়েছেন টুলু। তাঁর সন্ধান পেতে যখন মরিয়া পুলিশ, তার মধ্যেই নিরাপত্তা অর্থাৎ রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন টুলু। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে বুধবার।

এবার থেকে মমতাকে টাকা দেবে রাজ্য সরকার?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ এবার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার? শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভার পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের একটি মন্তব্যে জোর চর্চা। তাঁর দাবি, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কড়া সুর ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ উপহাসের ভঙ্গিতে বলেন, ''রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।'' তিনি মন্তব্য করেন, ''যদি আর্থিক অভাব বা কোন সঙ্কটজনিতকারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে, তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে তিনি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন।'' রাজ্যের এক দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মুখে বিরোধী নেত্রীর স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন মন্তব্য সামনে আসতেই সরগরম হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়।

বিধানসভার ইতিহাসে প্রথম, এই প্রথম মার্শাল সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ বিধানসভার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন ঘটনা। এই প্রথমবার কোনও মার্শালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করেছে বিধানসভার সচিবালয়। সূত্রের খবর, সম্প্রতি ১৮তম বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে একটি হাইপ্রোফাইল ওরিয়েন্টেশন বা পরিচিতি শিবিরের আয়োজন করা হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার উপস্থিতিতে হওয়া সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে বিধায়কদের সঙ্গে ও সার্বিক দায়িত্বে দেবব্রতবাবু মোটেও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করেননি বলে অভিযোগ। একাধিক বিধায়ক তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় শাসক দলের মুখ্য সচেতকের কাছে লিখিত ও মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ উঠেছে, বিধায়কদের সঙ্গে আচরণ ও নিজের দায়িত্ব পালনে চরম অসৌজন্য ও শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পদমর্যাদা বিন্যাস, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থারর আইনি বিধির ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী মার্শাল-এবং-সিকিউরিটি অফিসার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই বিধির

● এরপর ৬ পাতায়...

মমতার বাড়ি থেকে ঝাড়ু নিয়ে চলে গিয়েছে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ইন্টারনেট কেটে নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মমতার দাবি তাঁর বাড়ি থেকে ঝাড়ু নিয়ে গিয়েছে কলকাতা পুরসভা। সমাজ মাধ্যমে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তিনি। মমতা বলেন, ''দু'জন পুরসভার কর্মী আছেন। যাঁরা প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমার বাগানে ঝাড়ু দিতেন। তাঁদের ঝাড়ুটা পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অনেক অসম্মান করেছেন।'' এরপর বিজেপির দেওয়া ঝাড়ু ব্যবহার করবেন না বলে জানিয়ে তিনি ফের বলেন, ''আমি আপনাদের ঝাড়ু ব্যবহার করব না। ওটা আপনাদের যোগ্য। আপনাদের কাছেই ফিরে গিয়েছে। দরকারে আমি নিজে পরিষ্কার করব। আপানাদের ঝাড়ু নেব না।'' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''আমি বাগান পরিষ্কার করতে ভালোবাসি। আমি ঘরের কাজ করতে ভালবাসি। তবে মানুষের জানা দরকার কোন লেভেলে এরা গিয়েছে।'' এ দিকে, গতকালই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও একটি বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। তিনি এখনও এখনও পর্যন্ত বইয়ের রয়্যালটি পাননি। তাঁর আশঙ্কা এর পিছনে বিজেপির হাত থাকতে পারে। তিনি বলেছেন, ''আমাকে নানা কুকথা বলে। যদিও তারা জানে যে আমি এক পয়সা মাইনে পর্যন্ত নিইনি। আমি আজ পর্যন্ত এক পয়সা পেনশন নিইনি। আমার বইয়ের রয়্যালটি দিয়ে আমার চলে। কিন্তু, সেই রয়্যালটিও আমি এ বছর পাইনি। নিশ্চয় বিজেপির ভয়ে তারা মুখ বন্ধ করে বসে রয়েছে। মানুষ বইমেলায় বই কিনেছে। সেই টাকা আমাদের লোকেরাও জাগো বাংলা স্টল থেকে দিয়েছে। কিন্তু, আজও পর্যন্ত আমি পাইনি। নিশ্চয় এর পিছনে খেলা রয়েছে।''

গুন্ডা পাঠিয়ে ক্ষমা চাইয়ে বলছে ক্ষমা করেছে রাহুল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ ১৩ মিনিটের সাংবাদিক বৈঠক। নির্মেদ। টানটান। বুধবার বিকালে ১০ জনপথের বাইরের সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে প্রতিবাদী তথা 'আক্রান্ত পড়ুয়াদের পাশে নিয়ে রাহুল গান্ধি ভোঁতা করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ক্ষমা' করে দেওয়ার 'উদারমনা' রাজনীতিকে। রাহুল বলেন, ''পড়ুয়াদের ক্ষমা চাইতে চাপ দেওয়া চলছে। বিভিন্ন কায়দায় পড়ুয়াদের হেনস্থা করা হচ্ছে। মহিলাদের বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করিয়ে বলা হচ্ছে, ক্ষমা করে দেওয়া হল। এই রাজনীতি একেবারে ননসেন্স।'' কয়েকদিন আগেই ভিডিয়োবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছেন পড়ুয়ারা। কিন্তু তিনি তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। মোদিকে উদ্দেশ করে জেন-জি আন্দোলনে যে সমস্ত স্লোগান উঠেছিল বা পোস্টার প্রদর্শিত হয়েছিল, সেগুলিকে প্রচারে তুলে ধরে বিজেপি। বুধবার মোদির নাম

● এরপর ৬ পাতায়...

'কলকাতার ভালবাসা ভোলার নয়, তবে বাংলাদেশ ফিরতে চাই!'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ ১৯ বছরের দীর্ঘ নির্বাসন কাটিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় পা রেখেছিলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। গত ৩১ জুলাই শহরে এসেছিলেন তিনি। তবে তাঁর এই সফর দীর্ঘায়িত হল না, বুধবার সকালে শহর ছাড়লেন এই খ্যাতনামা লেখিকা। আর যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই আবেগঘন গলায় নিজের জন্মভিটে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। দীর্ঘ বহু বছর ধরে নির্বাসিত জীবনে কাটালেও নিজের মাতৃভূমির প্রতি আকুলতা যে একটুও কমেনি, শহর ছাড়ার সময় স্পষ্ট হল তাঁর বক্তব্যে। জুলাই মাসের শেষ দিনে যখন তসলিমা নাসরিন কলকাতায় আসছিলেন, তখন সামাজিক মাধ্যমে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে লিখেছিলেন, 'আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।' দীর্ঘ প্রায় দু'দশক পর তাঁর এই কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে নানা মহলে ব্যাপক কৌতূহল ও জল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। বুধবার সকালে কলকাতা ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তসলিমা। দীর্ঘ দিন পর কলকাতায় কাটানো দিনগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। কলকাতা শহরের প্রতি নিজের অগাধ ভালোবাসার কথা জানিয়ে লেখিকা বলেন, ''কলকাতায় এসে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এই শহরের সঙ্গে আমার আবেগ জড়িত। আগামী বইমেলাতেই আবার কলকাতায় আসার ইচ্ছে আছে। এমনকি মাঝের অক্টোবর মাসেও একবার আসতে পারি।'' শহরের সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি আরও যোগ করেন, ''এবারের সফরে কলকাতার মানুষের কাছ থেকে যে ভালবাসা ও উষ্ণতা পেয়েছি, তাতে সত্যিই আমার চোখে জল চলে এসেছে। এগুলো আমার জীবনের খুব সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।'' সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে তিনি কি নিজের দেশ বাংলাদেশে ফিরতে চান? জবাবে এক বুক আক্ষেপ নিয়ে তসলিমা বলেন, ''অবশ্যই নিজের দেশে ফিরতে চাই। আমি দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে গৃহহীন, নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছি। কিন্তু আমাকে কোনও ভাবেই বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হয় না। তাই বাধ্য হয়ে আপাতত ভারতেই আশ্রয় নিতে হচ্ছে এবং আমি ভারতেই থাকব।'' নিজের দেশ থেকে দূরে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তসলিমা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবীকরণ বা রিনিউ করতে অস্বীকার করছে। এখানেই শেষ নয়, বর্তমানে তাঁর কাছে যে সুইডিশ পাসপোর্টটি রয়েছে, সেটিতেও বাংলাদেশ সরকার কোনও ভিসা প্রদান করছে না। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে তিনি নিজের জন্মভূমিতে পা রাখতে পারছেন না। দীর্ঘ ১৯ বছর পর কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর এই বক্তব্য নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সাহিত্য ও রাজনৈতিক মহলে।

তোলাবাজির অভিযোগে ২২ কর্মীকে সাসপেন্ড করল বিজেপি!

কড়া বার্তা রাজ্য নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে এবার বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য বিজেপি। একসঙ্গে ২২ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে, বিশেষ করে কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছিল। সেই অভিযোগের জেরে দীর্ঘদিন ধরেই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল। অবশেষে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়ে অভিযুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল বিজেপি। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে এই ইস্যুতে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিং এবং অগ্নিমিত্রা পালকে। বিভিন্ন সভা এবং দলীয় বৈঠকে তাঁরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন যে, তোলাবাজির মতো অভিযোগ দল কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। সম্প্রতি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছিলেন, তৃণমূলের ছেড়ে যাওয়া এই (তোলাবাজির) সংস্কৃতি না ছাড়লে ডিমের অভিমুখ ঘুরে যেতে পারে। একই সঙ্গে তিনি কর্মীদের উদ্দেশে আরও বলেন, ''পনেরো দিন সময় দিচ্ছি শুধরে যান, নয়তো এরপর পস্তাতে হতে পারে।'' তাঁর এই মন্তব্যকে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শেষ সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা হয়েছিল। তবে সেই নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই রাজ্য বিজেপি কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটল। সূত্রের খবর, তোলাবাজির অভিযোগ ওঠার পর বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি প্রায় আড়াইশোরও বেশি কর্মীকে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছিল। অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে তাঁদের কাছে জবাব তলব করা হয়। পরে সেই জবাব খতিয়ে দেখে দেখা যায়, প্রায় ৮০ জন কর্মীর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে। সেই কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে জারি হওয়া শোকজ নোটিস প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও উত্তর দেননি। আবার যাঁরা উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক বলে মনে করেনি দলীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সেই কারণেই মোট ২২ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলের অন্দরে এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাজ্য বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে যে, ক্ষমতায় আসার পর দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজির অভিযোগকে হালকাভাবে দেখা হবে না। সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে

● এরপর ৬ পাতায়...

বিদেশ যাওয়া আপাতত স্থগিত?

অভিষেকের একটাই পণ 'এসএসকেএম যাব না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। অনুমতি না পেয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, শীর্ষ আদালত ফের মামলা পাঠায় কলকাতা হাইকোর্টে। সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তারপরই বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার আবেদন নিয়ে শুনানি হল হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। আর এদিন শুনানিতে ফের ধাক্কা খেলেন অভিষেক। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এসএসকেএম হাসপাতালে চোখ দেখান তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু, এসএসকেএম-এ চোখ দেখাতে নারাজ অভিষেক। শেষপর্যন্ত আবেদন প্রত্যাহার করতে চান তিনি। তারপরই মামলাটি খারিজ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। এদিন মামলার শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী রেবেকা জন বলেন, ''এর আগে তদন্তকারী সংস্থাকে সাত দিন আগে নোটিস দিয়ে গিয়েছেন তাঁর মক্কেল। কলকাতায় স্ত্রী ও বাচ্চারা রয়েছে। তাঁর মক্কেলের প্রতি মুভমেন্ট জানা যায়। সাংসদ হিসেবে যে কোনও দেশে যেতে পারেন তিনি।'' তখন বিচারপতি বলেন, ''সমস্যা হল বিধাননগর পুলিশ থানায় একাধিক আলাদা মামলা বিচারাধীন আছে। একটা মামলা হলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু আদালত মনে করছে, কলকাতায় কিংবা রাজ্যের বাইরে হলেও এই চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই।'' বিচারপতি আরও বলেন, ''বিদেশ কিংবা দেশ, আজকের দিনে চিকিৎসাক্ষেত্রে ম্যাটার করে না।'' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অপথ্যালমোলজি এসএসকেএম-এ যেটি বিখ্যাত, সেখানেই তিন চিকিৎসকের কমিটি পরীক্ষা করবে। চেক করবে আজ। পরশু রিপোর্ট দেবে। তারা যদি মনে করে, কলকাতা কিংবা দেশের যে কোনও আই হসপিটাল চিকিৎসা হতে পারে। অভিষেকের আইনজীবী রেবেকা জন তখন জানান, তাঁর মক্কেল এসএসকেএম-এ চিকিৎসা করাতে চান না। অভিষেকের আইনজীবী বারবার বলেন, তাঁর মক্কেল চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে বিদেশে যেতে চান। কারণ, বিদেশেই তাঁর চোখের চিকিৎসা চলছে। যদি ট্রিটমেন্ট এখানে সম্ভব হত, তাহলে বলতেন না। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, নির্দেশে কী লিখব আপনি এসএসকেএম-এ যেতে চান না। বিপাকে পড়ে মামলা প্রত্যাহার করতে চান অভিষেকের আইনজীবী। মামলা প্রত্যাহারের আবেদন শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ''শীর্ষ আদালতের নির্দেশ। শুনতে হবে এই মামলা। ফলে এটা প্রত্যাহার করতে দেব না। সুপ্রিম কোর্টের অনেক বিচারপতি দেশেই চিকিৎসা করান।'' একইসঙ্গে বিচারপতি বলেন, ''অভিষেক যে চিকিৎসকের উল্লেখ করেছেন আবেদনে, সেই চিকিৎসকের রেজিস্ট্রার নম্বর নেই সেখানে।'' এরপর অভিষেকের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় গুগল থেকে চিকিৎসকের যাবতীয় ডিটেলস পড়ে শোনান। তাঁর বক্তব্য, শীর্ষ আদালতের বহু বিচারপতি বাইরেও যান চিকিৎসা করাতে। অভিষেকের আইনজীবী বলেন, ''আমরা শুধু দেশের বাইরে যেতে চেয়েছি। এসএসকেএম-এ যাওয়ার জন্য আমার মক্কেল কোনও নির্দেশ দেননি।'' শেষ পর্যন্ত অভিষেকের মামলা খারিজ করেন বিচারপতি। বিদেশে চোখের চিকিৎসা করাতে

● এরপর ৬ পাতায়...

'প্রতিবাদ চলাকালীন হিংসা রুখতে তরুণদের কথা শুনুক রাষ্ট্র', 'সংসদ চলো' মামলায় জানাল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ যেকোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হিংসা থামানোর জন্য সমাজ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হাতিয়ার হল তরুণ প্রজন্মের কথা শোনা এবং তাদের বোঝানো। শক্তির দম্ভ দেখিয়ে তাদের দমন করতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে - বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরল সুপ্রিম কোর্ট। রাজধানী দিল্লিতে গত ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত 'সংসদ চলো' অভিযানের সময়ে ছড়িয়ে পড়া চরম বিশৃঙ্খলা ও হিংসার ঘটনায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ আবেদনটি শুনতে সম্মত হয়েছে। এর পাশাপাশি, ছাত্র আন্দোলন ও তা দমন করতে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ সংক্রান্ত যে একগুচ্ছ মামলা আগেই বিচারাধীন রয়েছে, সেগুলির সঙ্গেই এই নতুন আর্জিটিকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্টে এই নতুন আবেদনটি জমা দিয়েছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিক মণীশ সোলাঙ্কি। তাঁর দাবি, গত ২০ জুলাইয়ের তাণ্ডবের জন্য আন্দোলনের আয়োজকদের এবং হিংসায় জড়িতদের জবাবদিহি করতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। আবেদনের আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেসব হিংসা বা গোলমালের মামলা দায়ের হয়েছে, শুধুমাত্র কোনো রাজনৈতিক দর কষাকষির ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি যেন সেগুলি ঢালাওভাবে প্রত্যাহার না করে নেয়। একই সঙ্গে, যাঁরা পুলিশ বা নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে কটু মন্তব্য বা অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে তাঁদের দিয়ে বাধ্যতামূলক 'কমিউনিটি সার্ভিস' বা সমাজসেবামূলক কাজ করানোর নির্দেশ দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে। শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর আইনজীবী রিজওয়ান আহমেদ আদালতে সওয়াল করে বলেন, সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলা হলেও, এই তাণ্ডবের মূল উদ্যোক্তারা কিন্তু কোনও আইনি জাঁতাকলে না পড়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ''১৫ দিন কেটে গিয়েছে। একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকায় চরম নৈরাজ্য তৈরি করার পর সেই আয়োজকরা এখন নিশ্চিন্তে এক টিভি চ্যানেল থেকে অন্য টিভি চ্যানেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছেন এবং আগুন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্তে সরকার হয়তো কিছুটা রক্ষণাত্মক ব্যাকফুটে রয়েছে, কিন্তু সমাজ বা দেশের শীর্ষ আদালত তা থাকতে পারে না।'' জবাবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ইঙ্গিত দেয়, এই বিষয়টিও আদালতে বিচারাধীন অন্যান্য বৃহত্তর মূল মামলাগুলির সঙ্গেই খতিয়ে দেখা হবে। বেঞ্চ মন্তব্য করে, ''যেহেতু এই সংক্রান্ত আরও অনেক যুক্তিনির্ভর বিষয় আমাদের বিবেচনাধীন রয়েছে, তাই এটি ওই মূল মামলার সঙ্গেই শোনা যুক্তিযুক্ত। সব রকমের পরামর্শ, মতামত এবং ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি শোনার জন্য আমরা প্রস্তুত।'' আবেদনকারীর আইনজীবী যখন মামলাকারীদের বিরুদ্ধে নোটিস জারির জোর দাবি জানান, তখন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে পুনর্ব্যক্ত করে যে তরুণ আন্দোলনকারীদের সামলানোর ক্ষেত্রে সংঘাত নয়, বরং চরম ধৈর্য ও সংযমের পথ বেছে নেওয়া দরকার। বেঞ্চের মন্তব্য, ''তরুণদের শান্ত করা ও কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন। 'সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র'-এর নামে তাঁদের ওপর কোনও আগ্রাসী বা কঠোর পদক্ষেপ করা হলে পরিস্থিতি অনাবশ্যকমাত্রায় জটিল হয়ে উঠতে পারে এবং হিংসা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেকোনও মূল্যেই এই প্রবণতা এড়ানো দরকার।'' অন্যদিকে, আবেদনকারীর আইনজীবী রিজওয়ান আহমেদ পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেন, শুধু রাজনৈতিক সুবিধার্থে অপরাধের মামলা তুলে নেওয়া হলে ইট-বৃষ্টি করা দুষ্কৃতীরা পার পেয়ে যাবে, যা কোনওভাবেই হতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি আদালতকে বলেন, ''আমরা কমিউনিটি সার্ভিস বা সামাজিক সেবার পক্ষে সওয়াল করছি। কিন্তু যাঁরা পাথর ছুড়েছেন, তাঁদের এভাবে ছাড় দেওয়া যায় না। গতকালও রাজস্থানে পাথর ছোড়ার

● এরপর ৬ পাতায়...

ওড়িশা সফরে বিশেষ ট্রেনে সফর রাষ্ট্রপতির, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

ভুবনেশ্বর, ৫ আগস্ট ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ওড়িশা সফরে। ৩-দিনের এই সফরের দ্বিতীয় দিনে রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার বিশেষ ট্রেনে ভুবনেশ্বর থেকে ব্রহ্মপুর পর্যন্ত যান। এই বিশেষ ট্রেনের দিল্লি থেকে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি। ভুবনেশ্বর ও ব্রহ্মপুরের মধ্যে রেলপথে যাত্রায় সময় লাগে প্রায় দুই ঘণ্টা দশ মিনিট। যাত্রাপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মূল ট্রেনটির আগে ও পেছনে দু'টি এসকর্ট ট্রেনও চলে।ওড়িশার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে, মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ওড়িশার রাজ্যপাল হরি বাবু কাম্ভামপতি ও মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির সঙ্গে ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ব্রহ্মপুরগামী বিশেষ ট্রেনে যাত্রা শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মুই হলেন ভারতের প্রথম ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি যিনি ট্রেনে করে ব্রহ্মপুর রেল স্টেশনে ভ্রমণ করছেন।কমিশনারেট অফ পুলিশ, গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স-এর পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ভুবনেশ্বর স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বহু-স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির বিশেষ ট্রেনটির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

কেরলমে বৃষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু বেড়ে ২৬, নিখোঁজ ৪ জন

তিরুবনন্তপুরম, ৫ আগস্ট ঃ কেরলমে বৃষ্টিজনিত কারণে বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। বুধবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের, আহতের সংখ্যা ১১ এবং এযাবৎ ৪ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন বলেছেন, বৃষ্টিজনিত দুর্যোগের কারণে বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ৪৬২টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে, যেখানে ২৭,০৪৮ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে পাথানামথিত্তায় ১৫৭টি, কোট্টায়ামে ১৫৪টি এবং আলাপ্পুঝায় ৮১টি শিবির রয়েছে। বৃষ্টিজনিত দুর্যোগে রাজ্যে মোট ২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ১১ জন আহত হয়েছেন এবং চারজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে।

রিচার্জের ৫০ টাকা না পেয়ে আত্মঘাতী নাবালক

মউ, ৫ আগস্ট ঃ মোবাইল রিচার্জের জন্য ৫০ টাকা না পেয়ে আত্মঘাতী হল এক নাবালক। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মউ জেলার রঘুনাথপুরায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার বাড়ির ভিতরেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই নাবালকের দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, মোবাইল রিচার্জ করার জন্য সে মায়ের কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল। টাকা দিতে অস্বীকার করায় অভিমানে সে এই চরম পদক্ষেপ নেয়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি সদর থানার খিরিবাগ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন নগর পালিকা পরিষদের চেয়ারম্যান আরশাদ জামাল এবং তাঁদের সমবেদনা জানান।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনুপ কুমার জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, 'ফায়ার ফ্রি' মোবাইল গেম খেলার জন্য রিচার্জ করতে ৫০ টাকা চেয়েছিল ওই নাবালক। মা টাকা দিতে অস্বীকার করায় সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তবে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

লোকসভায় পাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল, রাজ্যসভায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধিকরন বিল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ আগস্ট ঃলোকসভায় গত মঙ্গলবার 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (নং-৩) বিল, ২০২৬' পাস হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বিলটি উত্থাপন করেন। এই বিলটি ভারতের 'কনসোলিডেটেড ফান্ড' (সমন্বিত তহবিল) থেকে অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন দেয় যার উদ্দেশ্য হলো ৩১ মার্চ ২০২৩-এ সমাপ্ত অর্থবছরে নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবার জন্য অনুমোদিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত যে ব্যয় হয়েছে, তা মেটানো। সরকার নির্দিষ্ট কিছু অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর জন্য ৫৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ চেয়েছে। এই অর্থ ঋণ পরিশোধের কাজে ব্যয় করা হবে।এর আগে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ 'ট্যাক্সেশন অ্যান্ড আদার লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬' উত্থাপন করেন। এই বিলের মাধ্যমে 'পেমেন্ট অ্যান্ড সেটলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট, ২০০৭', 'ইনকাম-ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০২৫' এবং 'ফিন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২৬'-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। এছাড়া, তিনি 'ইনকাম-ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ২০২৬' জারির মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের কারণ ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতিও পেশ করেন।অন্যদিকে, সংসদে এদিনই জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধিকরন সংশোধনী বিল, ২০২৬ পাস হয়েছে। রাজ্যসভায় মঙ্গলবার এটি গৃহীত হয়। এর পরেই আগামীকাল বেলা ১১-টা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। লোকসভায় আগেই বিলটি পাস হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বিলটি উত্থাপন করেন এই বিলের লক্ষ্য হলো ' জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ১৯৬৯' সংশোধন করা। বিলটি আনা হয়েছে মূলত বিলম্বিত নিবন্ধনের নিয়মকানুন আরও কঠোর করার লক্ষ্যে এবং জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা যথাসময়ে জানানোর বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্য।

৯ আগস্ট থেকে রেওয়া-কলকাতা ও রেওয়া-ভোপাল বিমান পরিষেবা শুরু

ভোপাল, ৫ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশের রেওয়া বিমানবন্দর থেকে আগামী ৯ আগস্ট থেকে রেওয়া-কলকাতা এবং রেওয়া-ভোপাল (৭২ আসনবিশিষ্ট) বিমান পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র শুক্ল সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কিন্জারাপু রামমোহন নাইডুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান।গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে রাজেন্দ্র শুক্ল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশনা এবং মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবের নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশে বিমান যোগাযোগের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। রেওয়া থেকে কলকাতা ও ভোপালের নতুন বিমান পরিষেবা চালু হলে বিন্ধ্য অঞ্চলে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা আরও বাড়বে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্নত বিমান যোগাযোগের ফলে সাধারণ মানুষ, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা সরাসরি উপকৃত হবেন বলেও তিনি জানান।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামমোহন নাইডু বলেন, একসময়ের ছোট এয়ারস্ট্রিপ আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীর ' প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত বিমানবন্দরে পরিণত হয়েছে এবং বিন্ধ্য অঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছে। দিল্লি ও রায়পুরের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ স্থাপনের পর এবার ৯ আগস্ট থেকে কলকাতা ও ভোপালের সঙ্গেও সংযোগ চালু হচ্ছে। তাঁর মতে, এই নতুন পরিষেবার মাধ্যমে বিন্ধ্য অঞ্চল দেশের পূর্বাঞ্চল-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত হবে।

ইনচূড়া বিষহরি মেলা ঘিরে প্রস্তুতি, প্রশাসনিক বৈঠকে নিরাপত্তা ও পরিষেবায় জোর

হুগলি , ৫ আগস্ট ঃ ইনচূড়া বিষহরি মেলাকে কেন্দ্র করে মেলার প্রস্তুতি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মেলার সুষ্ঠু আযোজন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আগত সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয় নিয়ে বুধবারের এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী সুমনা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। মেলা চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, ভিড় নিযন্ত্রণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।মেলায় দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগমের কথা মাথায় রেখে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার বিষয়গুলিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসন ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রী সুমনা সরকার জানান, মেলার আয়োজন যাতে সুষ্ঠু ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয় এবং সাধারণ মানুষ কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়েই প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।প্রশাসন, পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের সমন্বিত উদ্যোগে ইনচূড়া বিষহরি মেলাকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও জনবান্ধব করে তোলাই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য বলে জানা গেছে।

সংসদে হট্টগোলের জন্য বিরোধীদের ভৎর্সনা সম্বিত পাত্রর

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ সংসদে হট্টগোলের জন্য কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র তথা সাংসদ সম্বিত পাত্র। গত মঙ্গলবার সকালে দিল্লির দলের সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, সংসদে কোনও বিল নিয়েই কার্যত আলোচনা হচ্ছে না। এ জন্য কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের আচরণ দায়ী। সম্বিত বলেন, একটি অধিবেশনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। অথচ সংসদ শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে কোনও 'প্রশ্নোত্তর পর্ব' অনুষ্ঠিত হয়নি। কোনও বিল নিয়েই কার্যত কোনও আলোচনা হচ্ছে না। এর কারণ হলো কংগ্রেস এবং 'ইন্ডি' জোটের অন্তর্ভুক্ত কিছু দলের আচরণ। কর্ণাটক পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যখন শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল এবং প্রিয়ঙ্ক খাড়গেকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে তিনি এর দায়ভার নেবেন কি না, তখন তিনি বলেছিলেন, আগে শিক্ষার্থীরা ২৫ দিন ধরে অনশন করুক, তারপর আমরা লাঠিচার্জ করব, আর তার পরেই আমি আমার পদত্যাগের বিষয়টি ভেবে দেখব। আর এ বিষয়ে রাহুল গান্ধী এখনও পর্যন্ত নীরব।নিয়োগ ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার সহ একগুচ্ছ দাবিতে ঝাড়খণ্ডে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এ প্রসঙ্গে সম্বিত পাত্র বলেন, ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমর্থনে কংগ্রেসকে একটি কথাও বলতে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তাঁরা সংসদেও বিষয়টি উত্থাপন করছে না। সম্বিতের কথায়, কংগ্রেস দলের দ্বিমুখী নীতি রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে প্রতিদিন হাজার হাজার শিক্ষার্থী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে, অথচ সেখানকার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমর্থনে কংগ্রেসকে একটি কথাও বলতে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তাঁরা সংসদেও বিষয়টি উত্থাপন করছে না। কারণ এটি হলো বেছে বেছে ক্ষোভ প্রকাশের বিষয় এবং কংগ্রেস কেবল এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে।

বুধেও উত্তাল লোকসভা ও রাজ্যসভা, শান্তি বজায় রাখার আর্জি অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃবিরোধীদের তুমুল হট্টগোলে বুধবারও উত্তাল হয়ে উঠল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিন ছিল সংসদের বাদল অধিবেশনের ত্রয়োদশতম দিন, বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। তাঁদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তিনি বলেন, সংসদের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটানো গণতন্ত্রের জন্য মোটেও কাম্য নয়। এরপরও হট্টগোল চলতে থাকলে লোকসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।পরে লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে, ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত একটি বাল পাস হয়। কিছু সময় আলোচনার পর লোকসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয়। অপরদিকে, রাজ্যসভাতেও এদিন অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীরা হট্টগোল করেন, এর ফলে রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দুটো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

নবনির্মিত সেবা কেন্দ্র থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে হুইলচেয়ার তুলে দিলেন বিধায়ক বিমান ঘোষ

আরামবাগ, ৫আগস্ট ঃ সোদপুর টোল গেট সংলগ্ন নবনির্মিত বিধায়ক সেবা কেন্দ্র থেকে মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম দুইজন মানুষের হাতে হুইলচেয়ার তুলে দিলেন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ।নবনির্মিত সেবা কেন্দ্রে বুধবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা শোনেন বিধায়ক। পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বিশেষভাবে সক্ষম দুইজনের হাতে হুইলচেয়ার তুলে দেওয়া হয়।হুইলচেয়ার পেয়ে উপকৃত দুইজনের মুখে ফুটে ওঠে স্বস্তি ও আনন্দের হাসি। এই মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তাই আরও একবার তুলে ধরেন বিধায়ক বিমান ঘোষ।বিধায়ক জানান, নবনির্মিত সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ শোনা হবে এবং তা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। মানুষের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের সেবায় কাজ করাই তাঁর মূল লক্ষ্য

বড়দোয়ালী স্কুলকে ' মডেল স্কুল' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ, এবার রাজ্যজুড়ে স্কুল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ আগস্ট ঃ রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান ও পরিকাঠামোর উন্নযনে নতুন উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ বা ' মডেল স্কুল' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, এখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সফরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি বিদ্যালয়ও নিয়মিত পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।রবিবার বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মধ্য দিয়েই এই নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার, বিদ্যালয. শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা, ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মণ্ডল নেতৃত্ব এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ, পরিকাঠামো এবং শিক্ষার পরিবেশ ঘুরে দেখেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি।পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাসামগ্রীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য বিনিযাগে রয়েছে। অন্যদিকে, অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয় এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সরকারি বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম আরও উন্নত ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তাকে একটি মডেল স্কুল গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে, যাতে শিক্ষার পরিবেশ, পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদানের মান-সব ক্ষেত্রেই এটি অন্য সরকারি বিদ্যালয়ের কাছে একটি অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয় এই মডেল অনুসরণ করে নিজেদের উন্নযনের পথ খুঁজে নিতে পারবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।তিনি আরও জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। অডিটোরিয়ামটি নির্মিত হলে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, শিক্ষামূলক কর্মসূচি এবং অন্যান্য সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেই নয়, ভবিষ্যতে রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় সফরে গিয়ে সেখানকার সরকারি বিদ্যালয়গুলিও তিনি পরিদর্শন করবেন। বিদ্যালয়গুলির বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, সুশৃঙ্খল ও মানসম্মত করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে শিক্ষা মহলে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য সরকারি বিদ্যালযের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

পিওজেকে-তে তথাকথিত স্থানীয় নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রহসনঃবিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ আগস্ট ঃ পিওজেকে-তে তথাকথিত স্থানীয় নির্বাচনকে সম্পূর্ণ প্রহসন বলে অভিহিত করেছে ভারত। গত মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই অন্ত ঃসারশূন্য কার্যকলাপ দিয়ে বাস্তবতা আ।াল করা সম্ভব নয় কারণ 'পিওজেকে'-তে প্রকৃত ঘটনা হলো জনগণের বিক্ষোভ এবং পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। তিনি জানান, চলতি বছরের জুন মাস থেকে অব্যাহত দমন-পী।নের ঘটনায় অন্তত ৯০ জন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।রণধীর উল্লেখ করেন, জনগণের অসন্তোষের জবাবে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ গুলি, ব্ল্যাক-আউট (যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ), ভয়ভীতি প্রদর্শন ও দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার বিষয়ে দেশটির বয়ান বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত।

ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি

ভুবনেশ্বর, ৫ আগস্ট ঃ মহানদী ও অন্যান্য প্রধান নদীর জলস্তর ক্রমাগত কমতে থাকায় ও।শির বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির হাজার হাজার মানুষ এখনও জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আগামী দু'দিনের জন্য নতুন করে বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। সোমবার রাত থেকেই মহানদীর জলস্তর কমতে থাকায় ও।শিয় বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে এবং জগসিংহপুর জেলার বেশ কয়েকটি গ্রাম কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। তবে নিচু এলাকাগুলি থেকে জল পুরোপুরি নেমে না যাওয়ায় অনেক পরিবার এখনও গৃহহীন।ভদ্রক

ভবানীপুর নির্বাচন মামলার শুনানি পিছল হাইকোর্টে, সময়মতো নথি না মেলায় অসন্তোষ প্রকাশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদনের শুনানি গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল। মামলার সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনী কাগজপত্র সময়মতো সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছে না পৌঁছানোয় আদালত তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে।বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের একক বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন আবেদনকারী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, প্রয়োজনীয় নথি না মেলার কারণে মামলার শুনানি এগোনো সম্ভব হচ্ছে না।অন্যদিকে, ভবানীপুর থেকে জয়ী বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষে আইনজীবী জয়দীপ কর লিখিত জবাব দেওয়ার জন্য চার সপ্তাহের সময় চান। এর বিরোধিতা করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলকাতা হাইকোর্টে নির্বাচনী রিট পিটিশনের নিস্পত্তিতে বছরের পর বছর লেগে যাওয়া যেন এক অলিখিত সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।শুনানি চলাকালীন শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয় যে, আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং মামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনী নথি নিরাপদে রাখা হয়েছে। তাই মামলায় অহেতুক ডেরির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত নির্দেশ দেন যে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত পক্ষ একে অপরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথির কপি আদান-প্রদান করবে। এই নির্দেশ পালনের হলফনামাও আদালতে জমা দিতে হবে। আদালত মামলার পরবর্তী শুনানি চার সপ্তাহ পর নির্ধারণ করেছে।

নন্দীগ্রামে ২৮টি অবৈধ ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের নির্দেশ প্রশাসনের

পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ আগস্ট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তার ফলস্বরূপ, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ২৮টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের নোটিশ জারি করেছেন। পরিদর্শনে দেখা গেছে যে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনী বৈধ কাগজপত্র ছিল না।জানা গেছে, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর এবং নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি বেশ কয়েকটি স্থানের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রশংসা করলেও, অন্য কিছু জায়গায় ঘাটতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সফরের পর নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সাংবাদিকদের জানান, কয়েক মাস আগে জেলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি পরিদর্শন করা হয়েছিল। সেই সময় অবৈধভাবে পরিচালিত কেন্দ্রগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, কিছু কেন্দ্র বৈধ অনুমতি ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তিনি জানান, সাম্প্রতিক এক পরিদর্শনে ২৮টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত কেন্দ্রকে বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সেন্টারের পরিচালকরা বৈধ কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরেই তাদের কেন্দ্রগুলো পুনরায় খুলতে পারবেন। স্বাস্থ্য বিভাগ স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই অনুমতি ছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রাহ্য নয়।

তানভি শর্মা চিনের ইউয়ান আন চি-কে হারিয়ে কোরিয়া মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রবেশ করেছেন

তাইপেই, ৫ আগস্ট ঃ গত সপ্তাহে তাইপেই ওপেনে প্রথম বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর শিরোপা জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই তানভি শর্মা কোরিয়া মাস্টার্স অভিযান শুরু করেছেন। ১৭ বছর বয়সি তৃতীয় বাছাই বুধবার আসানে অনুষ্ঠিত মহিলা এককের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার জন্য চিনের ইউয়ান আন চি-কে ২১-১৬, ২১-১৫ গেমে পরাজিত করেছেন।তানভি এবার শ্রীয়াংশী ভালিশেট্টির মুখোমুখি হবেন, যিনি চাইনিজ তাইপের পাই ইউ-পোকে ২১-১৫, ২১-১৪ গেমে হারিয়েছেন।টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে বড় অঘটনটি ঘটে মঙ্গলবার, যখন পুরুষদের ডাবলস জুটি পৃথ্বী কৃষ্ণমূর্তি রায় ও কৃষ্ণ প্রসাদ গারাগা উদ্বোধনী রাউন্ডে থাইল্যান্ডের চতুর্থ বাছাই ওয়ারাপোল থংসা-ঙ্গা ও চালোয়েম্পন চারোয়েঙ্কিতামর্নকে পরাজিত করে।বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১৮ নম্বরে থাকা রায় ও গারাগা ৪২ মিনিটে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৮ নম্বরে থাকা থাই জুটিকে ২১-১৬, ২১-১৮ গেমে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছেন।

রাশিফল

মেষঃব্যক্তিগত জীবনেও সঙ্গীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, ফলে আপনি নিজের অনুভূতি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। মনে রাখবেন, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনার জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।
বৃষঃ আজ আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামঞ্জস্য আরও বৃদ্ধি পাবে, তাই শান্তিপূর্ণভাবে যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দিন। আপনার আর্থিক অবস্থাও আরও শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
মিথুনঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। সংসারে শান্তি।
কর্কটঃঅনাকাঙ্খিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। নিজেকে শারীরিক কসরতে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন কারণ খালি মস্তিস্কই হল শয়তানের কর্মশালা।
সিংহ ঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তিঃ ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবে। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং আশপাশের মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন।
কন্যাঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে দৈনিঃদন রুটিনে ছোটখাটো পরিবর্তন ইতিবাচক ফল এনে দিতে পারে। ধ্যান ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করুন। আর্থিক বিষয় স্থিতিশীল থাকবে, তবে বড় ধরনের খরচ এড়িয়ে চলা উচিত।
তুলাঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।
বৃশ্চিকঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন।
ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য উদ্যম ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং সাহসী পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মানসিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। শুভদিন।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। কাজে নতুন উদ্যম অনুভব করবেন, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনে আরও অনুপ্রাণিত করবে।।
কুম্ভঃ অত্যিক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এটি এড়াতে আপনার আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন। অর্থ-। শুভদিন।
মীনঃ অজস্র স্নায়ুবৈকল্য আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। প্রেম আসবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বুধবার ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিও হতে পারে কিছু জেলায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও দুর্যোগের লাল সতর্কতাও জারি হয়েছে।বুধবার কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। এদিন দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান এবং বীরভূমে। শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। তবে ওই দিনও উপকূলবর্তী দুই জেলা-সহ পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।বুধবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হযেছে। এই জেলাগুলির কিছু কিছু জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মালদা এবং দুই দিনাজপুরের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইবে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার পর থেকে দুর্যোগ কিছুটা কমতে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৮শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৩মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

লোহা কারখানার দেওয়াল ভেঙে লিলুয়ায় দু ঃসাহসিক চুরি

সুমন আদক, হাওড়া, ৫ আগস্ট ঃ লিলয়ার গোলবাড়িতে কারখানার দেওয়াল ভেঙে লোহার মালপত্র চুরির অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতিকে হাতেনাতে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে চলে 'প্রহার'। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে কারখানার পিছনের দিকের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে সেখান থেকে মালপত্র চুরির অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি একটি ট্রলি ভ্যান চুরি করে নিয়ে যায় তারা। অন্যদিকে এর পাশাপাশি চোরের দল কারখানায় চুরি করতে এসে একটি সাইকেল ফেলে চলে যায়। সকালে সেই সাইকেল খুঁজতে এলাকায় ঢুকলে তিনজনকেই হাতেনাতে ধরা হয়। এরপর উত্তমমধ্যম দিয়ে তাদের লিলয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই এদিন অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেন স্থানীয় লোকজন। কারখানার মালিক দীপক জয়সওয়াল বলেন, 'রাতের অন্ধকারে তিন দুষ্কৃতী কারখানার পিছনের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে লোহার প্লেট, চাকতি চুরি করে নিয়ে যায়। আমরা রেলওয়ের মাল কিনি। তারপর সেগুলি এখানে ফেব্রিকেট করা হয়। এরপর সেগুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়। এর আগে গত সপ্তাতেও একবার আরেকটি চুরি হয়েছিল। কারখানার লোহার অ্যাঙ্গেল চুরি হয়েছিল। ফের গতকাল রাতে ঘটনা ঘটে।' স্থানীয় বাসিন্দা সাগরিকা বিশ্বাস বলেন, 'আমার ট্রলি ভ্যান রাতে চুরি হয়ে যায় সকালবেলা গিয়ে দেখি আমার ভ্যান নেই। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখি ভ্যানটিকে তিনজন মিলে চুরি করে নিয়ে গেছে। আর ওদের একটা সাইকেল ফেলে রেখে গেছে। সকালে ওই সাইকেলটা ওরা আনতে এলেই আমি ওদের কলার চেপে হাতেনাতে ধরে ফেলি। বলি আমার ভ্যান ফেরত দাও। ওরা স্বীকার করে চুরির কথা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায় রাত ১২-৪০ মিনিট নাগাদ চুরির ঘটনাটি ঘটে। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। আমরা চাই এদের উপযুক্ত শাস্তি হোক।'

কিশোর কুমারের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ আগস্ট ঃ ভারতের মহান গায়ক কিশোর কুমারের ৯৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার তাঁতীপাড়া তারের জাল কারখানা মোড়ে এক সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। কিশোর-অনুরাগী কচি মাইতির উদ্যোগে ও এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় .এদিন সাড়ম্বরে পালন করা হয় ।

ভবানীপুর নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ মামলায় শুভেন্দুর জবাবের জন্য চার সপ্তাহ সময়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ ভবানীপুর বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। মামলায় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য চার সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদনকে ঘিরে আদালতে দুই পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত শুভেন্দুর পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করে চার সপ্তাহের সময় দেন। পাশাপাশি মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে নিজেদের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অনুলিপি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একে অপরের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশও দেন আদালত। মামলার শুনানির সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আদালতে প্রশ্ন তোলেন, লিখিত জবাব দাখিলের জন্য এত দীর্ঘ সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনী মামলার দ্রুত নিস্পত্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুনানির সময় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কলকাতা হাই কোর্টে নির্বাচনী মামলার নিস্পত্তি অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে। তাঁর দাবি, পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও বহু নির্বাচনী মামলার নিস্পত্তি হয় না, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে উদ্বেগের বিষয়। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী জয়দীপ কর আদালতে জানান, এটি প্রথমবার তাঁদের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হচ্ছে। তিনি আদালতকে আশ্বস্ত করেন যে, পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনেই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং সংশ্লিষ্ট ইভিএম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রমাণ নষ্ট হওয়ার বা মামলার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তাই লিখিত জবাব প্রস্তুত করার জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় দেওয়া হলে তদন্ত বা বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত পর্যবেক্ষণ করেন যে, শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে এই প্রথমবার সময় চাওয়া হয়েছে। সেই কারণেই আদালত তাঁদের আবেদন গ্রহণ করছে। বিচারপতি নির্দেশ দেন, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মামলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক পক্ষকে নিজেদের কাছে থাকা সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথির কপি অপর পক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই নির্দেশ পালন করা হয়েছে বলে হলফনামাও আদালতে জমা দিতে হবে। চার সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এই মামলায় আরও একটি নতুন দিক সামনে এসেছে। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক প্রার্থী মামলায় নিজেকে পক্ষভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি কলকাতা হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে আদালতে জানানো হয়েছে। বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত সেই আবেদন নিয়ে. রেজিস্ট্রার জেনারেলকে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ওই প্রার্থীকে মামলায় যুক্ত করা হবে কি না, সে বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ভবানীপুর বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল সংক্রান্ত এই মামলা রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আদালতের সর্বশেষ নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে নথি বিনিময় এবং প্রয়োজনীয় হলফনামা দাখিলের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। এরপর পরবর্তী শুনানিতে মামলার অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনগুলির বিষয়ে আদালত বিস্তারিতভাবে শুনানি করবে। ফলে এই মামলার পরবর্তী পর্যায়ের দিকে এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল এবং আইন বিশেষজ্ঞদের।

বেলুড়ের অম্বিকা জুটমিলে ভয়াবহ আগুন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ আগস্ট ঃ বুধবার সকালে হাও।ার বেলুড়ের অম্বিকা জুটমিলে ১৬ নম্বর ইউনিটের কাটিং সেকশনে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই ইউনিটে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ থাকায় নিমিষেই আগুন বড়সড়ো আকার নেয়। খবর পেয়ে. দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আসে বেলুড় থানার পুলিশ। শেষ পাওযা. খবর অনুযায়ী প্রায় সা।ে ৪ ঘঃটা অতিক্রান্ত হলেও দুপুর ২টো পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলছে। আগুন তখনও পুরোপুরি আযত্তে আসেনি। তবে, হতাহতের খবর নেই। দঙ্গল সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে যায. দমকলের চারটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টায. আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু হয। দুপুর দুটো পর্যন্ত আগুন তখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

লিলুয়ায় মদের আসরে গুলি, আহত যুবক হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ আগস্ট ঃহাওড়ার লিলুয়ায় গভীর রাতে মদের আসরকে কেন্দ্র করে গুলিচালনার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায়গুলিবিদ্ধ হন মালিঙ্গা নামে এক যুবক। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে এবং গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে লিলুয়ার বার্মা কলোনি এলাকায় মালিঙ্গা ও তাঁর এক বন্ধু একসঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন। সেই সময় কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে ওই বন্ধু আচমকাই একটি আগেয়াস্ত্র বের করে মালিঙ্গাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লাগতেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মালিঙ্গা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত যুবক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

মেভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN : L17297WB1981PLC034226
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ কক্ষ নং ৪০৭, ৪র্থ তল, প্রাঙ্গণ নং ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেলঃ investors@mavesbiotech.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.mavensbiotech.com

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড'-এর ৪৪তম (চুয়াল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ২৪শে আগস্ট, ২০২৬, সোমবার দুপুর ১.৩০-এ (IST) শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। **কোম্পানি ২৪.০৭.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে,** যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিগুলোর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এমসিএ (MCA) এবং সেবি (SEBI)-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি বা মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, **২৪শে জুলাই, ২০২৬** তারিখে সেইসব সদস্যকে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়ার সঠিক ওয়েব-লিঙ্ক বা পাথ (path) উল্লেখ রয়েছে এই সদস্যরা কোম্পানি, কোনো ডিপোজিটরি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।
৩. কোম্পানির ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন-যার মধ্যে **৪৪তম এজিএম**-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-তা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ওয়েবসাইট https:www.evotingindia.com-এও এর একটি প্রতিলিপি পাওয়া যাচ্ছে।
৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর ধারা ১০৮-এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের এমসিএ (MCA) সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯২০২৪ এবং সেবি (LODR) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের সেবি (SEBI) বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133-এর বিধান অনুযায়ী-কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর সভার পূর্বে এবং সভা চলাকালীন 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল (CDSL)-কে নিযুক্ত করেছে।রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ
ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়ে উপলব্ধ থাকবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬ (সকাল ৯.০০টা)**
দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তি	**রবিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত (বিকাল ৫.০০টা)**

এরপর ভোটগ্রহণের জন্য সিডিএসএল (CDSL)-এর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে সদস্যদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার সোমবার, অর্থাৎ **১৭ই আগস্ট, ২০২৬ ('কাট-অফ তারিখ')** তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের অংশের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। সভার চলাকালীন 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) ব্যবস্থাও চালু থাকবে সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার সময় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে যদি উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভোট গণনার সময় শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটই গণ্য করা হবে।
গ. শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই এজিএম (AGM)-এর আগে বা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যাঁর নাম 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্যদের রেজিস্টারে (Register of Members) লিপিবদ্ধ রয়েছে
ঘ. কোনো ব্যক্তি যদি সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ'-এ শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা CDSL-এর টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০ ৯৯১১-এ যোগাযোগ করে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া, ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' (help) বিভাগে দেওয়া 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখা যেতে পারে। 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে গণ্য করা উচিত
৫. এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ৯১ ধারা ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং SEBI (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, **কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র** (Share Transfer Books) **মঙ্গলবার, ১৮.০৮.২০২৬ থেকে সোমবার, ২৪.০৮.২০২৬ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।**

মেভেনস বায়োটেক লিমিটেড-এর পক্ষে
জয় প্রকাশ
স্থানঃ কলকাতা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)
তারিখঃ০৫.০৮.২০২৬ (DIN:02525414)

আমতায় তাল পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪ মাসের শিশুর, শোকে স্তব্ধ গোটা এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ অাগস্ট ঃ হাওড়ার আমতায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল মাত্র ১৪ মাসের এক শিশু। পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক বিকেল কাটাতে বেরিয়েছিল সে। দিদির সঙ্গে তিন চাকার সাইকেলে চেপে পাড়ার দোকানের দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই রাস্তার ধারের একটি তালগাছ থেকে খসে পড়া তাল সোজা এসে পড়ে শিশুটির মাথায়। গুরুতর জখম অবস্থায় .তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। গভীর রাতে চিকিসাধীন অবস্থা মৃত্যু হয় শিশুটির। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুটির নাম আকিফা সুলতানা। তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ মাস। মঙ্গলবার বিকেলে দিদির সঙ্গে তিন চাকার সাইকেলে চেপে বাড়ির কাছেই ঘুরতে বেরিয়েছিল সে। রাস্তার ধারে থাকা একটি তালগাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই একটি পাকা তাল খসে পড়ে শিশুটির মাথায় আঘাত করে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে মুহূর্তের মধ্যেই তার নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পরিবারের সদস্যরা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে আমতা-জযপুরের বি.বি. ধর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিসার পর চিকিসকরা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গভীর রাতে মৃত্যু হয. আকিফার। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় পরিবারের পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যেও শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, রাস্তার ধারে থাকা তালগাছটি দীর্ঘদিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। গাছ থেকে যে কোনও সময় তাল খসে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে একাধিকবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। এমনকি গাছটি কেটে ফেলার জন্য মালিককে অনুরোধও করা হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। কিন্তু সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার পর প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালগাছটি কেটে ফেলে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে দুর্ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আকিফার অকালমৃত্যু ফের একবার রাস্তার ধারে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা গাছপালা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। স্থানীয়দের দাবি, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে নিয়মিত নজরদারি এবং ঝুঁকিপূর্ণ গাছ চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company
CIN: L20211WB1957PLCO23493
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
প্রধান কার্যালয়ঃ নর্থ ব্লক, ৪র্থ তল,১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬ ফোনঃ ০৩৩-২২৬৫২২৭৪
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in

বিজ্ঞপ্তি

ক. ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার সকাল ১১.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের এমসিএ (MCA) সার্কুলার নং ০৩২০২৫ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর সাথে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) মাস্টার সার্কুলার নং H0/49/14/14(7) 2025-CDF-POD2/1/ 3762/2026-এর বিধানাবলী মেনে এবং ৬৯তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হচ্ছে।
খ. ৬৯তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ই-মেইলে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেঃট (আরটিএ) অর্থা মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথেই প্রদান করা হবে।
গ. যেসব শেয়ারহোল্ডারের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি আরটিএ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট -এর কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।
ঘ. যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল মোডে (কাগজের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে) রয়েছে অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা কোম্পানির investors@duroply.com ঠিকানায় অথবা আরটিএ (RTA)-এর contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পর ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।যাদের শেয়ার ডিমেট (demat) মোডে রয়েছে, তাদের উচিত সরাসরি নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (Depository Participant) কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করা।
ঙ. সংশ্লিষ্ট আইনের ৯১ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ নম্বর বিধি (সংশোধিত)-এর সাথে তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ নম্বর প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র (Share Transfer Books) শনিবার, ২৯ আগস্ট ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
চ. সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.duroply.in) এবং বিএসই লিমিটেড (BSE Limited)-এর ওয়েবসাইটে (যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ www.bseindia.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএল (CDSL)-এর ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.evotingindia.com-এ-ও প্রকাশ করা হবে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থানঃ কলকাতা স্বাক্ষর /-(কোমল ধ্রুব)
তারিখঃ ৫ আগস্ট, ২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি

স্বাধীনতা দিবসে ১১ ট্যাবলোয় নয়া সরকারের উন্নয়নের ঝলক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ অাগস্ট ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এবার প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন হতে চলেছে নতুন আঙ্গিকে। ১৫ আগস্ট কলকাতার রেড রোডে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে একাধিক সুসজ্জিত ট্যাবলো। নতুন সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, কেন্দ্রের প্রকল্প এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অবদানকে তুলে ধরেই সাজানো হবে এবারের ট্যাবলোগুলি। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১১টি ট্যাবলো রেড রোডে কুচকাওয়াজের অংশ হিসেবে প্রদক্ষিণ করবে। পাশাপাশি হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টিরও আয়োজন করা হয়েছে, যা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সরকারের চালু করা একাধিক প্রকল্পকে এবারের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্নপূর্ণা যোজনা, ভিবি জি রামজি প্রকল্প, আবাস যোজনা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রার মতো বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বিষয়বস্তু ট্যাবলোগুলিতে ফুটিয়ে .তোলা হবে। মাত্র তিন মাস আগে দায়িত্ব নেওয়া বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। সেই উদ্যোগ এবং সরকারের উন্নয়নের বার্তা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পূর্ত, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েত-সহ মোট ১০টি দপ্তর নিজেদের কাজ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের থিম নিয়ে. ট্যাবলো তৈরি করছে। প্রতিটি ট্যাবলোয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, নাগরিক পরিষেবা এবং জনকল্যাণের বার্তা তুলে ধরা হবে।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
নিবন্ধিত কার্যালয়জ্ঝ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১
ই-মেলঃ info@tspiritualworld.com; ওয়েবসাইট ঃ www.tspiritualworld.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩০শে জুন ২০২৬-এ সমাপ্ত প্রান্তিক	৩১শে মার্চ, ২০২৬-এ সমাপ্ত পূর্ববর্তী প্রান্তিক (নোট নং ২ দেখুন)	৩০শে জুন ২০২৫-এ সমাপ্তসংশ্লিষ্ট প্রান্তিককাল	৩১শে মার্চ ২০২৬-এ সমাপ্ত বছর
		নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন থেকে মোট আয়	১.২৪	০.১৮	০.১৮	৩.৭২
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে)	(৭.২৮)	(৩.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৩.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা(ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(৭.২৮)	(৩.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৪.	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(৭.৭৮)	(৩.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৫.	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি)(কর -পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত	(৭.৭৮)	(৩.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,০০০.২০	২,০০০.২০	২,০০০.২০	২,০০০.২০
৭.	সংরক্ষিত তহবিল (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত পুনঃমূল্যায়ন রিজার্ভ বা তহবিল ব্যতীত)				(১,৮৮৩.৭২)
৮.	শেয়ার প্রতি আয়(প্রতিটি ১০-'টাকা মূল্যের)(বার্ষিকীকৃত নয়,তবেসমাপ্ত বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)বেসিক ও ডাইলুটেড	(০.০৪)	(০.০২)	(০.০৫)	(০.০৮)

দ্রষ্টব্যঃ
১)উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট-যেমন www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.tspiritualworld.com-এও এটি উপলব্ধ।
২)৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হলো ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জিত পরিসংখ্যানের মধ্যেকার পার্থক্য বা ব্যালেন্সিং ফিগার।

আর্থিক ফলাফল বিস্তারিতভাবে দেখতে কিউআর (QR) কোডটি স্ক্যান করুন।
টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
নেত্র বাহাদুর রণভট
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ই আগস্ট, ২০২৬
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো

সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সবুজ সংকেত, সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশ খারিজ হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ অাগস্ট ঃ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে বড় স্বস্তি পেল শুভেঃদু অধিকারী সরকার। কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া স্থগিতাদেশ খারিজ করে দিয়েছে। এর ফলে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে আর কোনও আইনি বাধা রইল না বলেই মনে করছেন আইনজীবী মহল। এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয় গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানি শেষে ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের আগের নির্দেশ বাতিল করে দেয়। এর ফলে রাজ্য সরকারের ঘোষিত নতুন খাদ্য বরাদ্দ অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে রোগীদের উন্নত মানের খাবার দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হবে। রাজ্য সরকার গত ১ অগস্ট থেকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রোগীদের পুষ্টিকর ও উন্নত মানের খাবার দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছিল সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রোগী প্রতি খাবারের বরাদ্দ ৫৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১২ টাকা করা হয়। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও গত ২৩ জুলাই জারি করেছিল রাজ্য সরকার। তবে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের পরেই আইনি জটিলতা তৈরি হয়। সরকারের নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে একটি সংস্থা। তাদের দাবি ছিল, রোগীদের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ কত হবে, সেই বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। সেই পরিস্থিতিতে নতুন করে মূল্য নির্ধারণ বা প্রাইস চার্ট কীভাবে তৈরি করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে মামলাকারী সংস্থা। এই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যের নতুন সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন। ফলে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারের বর্ধিত বরাদ্দ কার্যকর করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। এরপরই সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন তোলেন, মূল্যসূচক বা প্রাইস ইনডেক্স বৃদ্ধি পেয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার কীভাবে নতুন সিদ্ধান্ত নেবে, সেটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে নতুন বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। আদালতের এই সিদ্ধান্তের পর সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর কোনও আইনি বাধা থাকল না। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারের মান উন্নত করার প্রয়োজন ছিল। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এবং বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর এখন নতুন বরাদ্দ অনুযায়ী হাসপাতালগুলিতে খাবার সরবরাহের প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই রায়ের ফলে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পথ পরিষ্কার হল। সরকারি হাসপাতালের রোগীরা উন্নত মানের খাবার পাবেন বলেই আশা করছে প্রশাসন।

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৩
ওয়েবঃ www.championcommercial.in । ইমেলঃ mumbaii@singhaniagroup.com । টেলিফোনঃ ৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN L51909WB1982PLC034891

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১.	পরিচালন-জনিত মোট আয়	২০১.৫৭	১৭০.৫৯	২৩২.০০
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা(কর,ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ-এর পূর্বে)	৯৪.৫৫	৫১.৭৫	-২৫০.০৬
৩.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা(অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ বিষয়সমূহ সমন্বয়ের পর)	৯৪.৫৫	৫১.৭৫	-২৫০.০৬
৪.	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা(অস্বাভাবিক এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	৬৯.৮৬	২৯.৫৫	-২১৩.৭২
৫.	উক্ত সময়ের মোট সমন্বিত আয়যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উক্ত সময়ের মুনাফা (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী)	৭২৬.৬০	১২৩২.৪৮	-৮২৫.৩৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০- টাকা মূল্যের)(চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)মৌলিক / ডাইলুটেড	৩৪.৯৩	১৪.৭৭	-১০৬.৮৬

দ্রষ্টব্যঃ
১.উপরোক্ত ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশকৃত এবং ৫ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা করেছেন।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
স্বাক্ষর /-
গৌরব সিঙ্ঘানিয়া
স্থানঃ মুম্বাই ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
তারিখঃ ০৫.০৮.২০২৬ DIN - 03186568

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Br - IV/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. KMC/LTG/45/COM/IV/ZII/26-27

Name of the Work: **Temporary lighting arrangement in different streets during Durga Puja, Kali Puja, Chhat Puja and Jagadhatri Puja at Ward No.- 21, 22, 24 under Br.-IV for the year 2026-2027;** Estimated Amount: **Rs. 1,85,460.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **70 Days;** Last date and time of Submission of Bid(online): **17.08.2026 up to 2 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2025 - 2 p.m.** from the **website https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/39

Name of the Work: **Installation of additional Electrical lighting arrangement and its accessories at new construction as an extension of Muralidhar Girls College (Phase-II) under BR.-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 4,01,477.00;** Earnest Money: **Rs. 8,100.00;** Period of Completion : **60 Days;** Last date and time of Submission of Bid(online): **13.08.2026 - 6 p.m.;** Bid opening date and time for technical proposal on: **13 08.2026 - 6.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.08.2026 - 6 p.m.** from the **website https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. KMC/LTG/Z-IV/81/26-27/PD

Name of the Work: **Installation of Earthing and other Electrical Accessories of KMC Street Light Poles at Patuli E Block, H block etc. areas in Ward No. 110, under Br.- XI;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,762.90;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No. KMC/LTG/Z-IV/108/26-27/PD

Name of the Work: **Painting and numbering of Poles at different areas in Ward No. 110, under Br.- XI;** Estimated Amount: **Rs. 2,14,047.28;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(3) NIT No. KMC/LTG/Z-IV/92/26-27/PD

Name of the Work: **Painting and numbering of Poles at different areas in Ward No. 103, under Br.- XI;** Estimated Amount: **Rs. 1,33,780.56;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(4) NIT No. KMC/LTG/Z-IV/93/26-27/PD

Name of the Work: **Repairing of lighting system at East Rajapur Santoshpur Rashmoni Bagan etc. areas in Ward No. 103, under Br.- XI;** Estimated Amount: **Rs. 2,27,710.56;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(5) NIT No. KMC/LTG/Z-IV/52/26-27/PD

Name of the Work: **Supply of LED fittings at Barada Avenue, Garia Park etc. areas in Ward No. 110, under Br.- XI;** Estimated Amount: **Rs. 4,86,169.32;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(6) NIT No. KMC/LTG/Z-IV/53/26-27/PD

Name of the Work: **Supply of LED fittings at Modern Park, Sontoshpur Avenue etc. areas in Ward No. 103, under Br.- XI;** Estimated Amount: **Rs. 4,84,667.27;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last date and time of completion of Bid: **17.08.2026 up to 2 p.m.[For Sl. No. 1 to 6];** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2026** from **12 noon** from the **website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 6].** 309/26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ শ্রাবণ, ১৪৩৩

ইতিহাসবিদ অতুল সুর

অর্থনীতিবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ এবং প্রাবন্ধিক অতুল সুর। তিনি প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ লেখেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়ে এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৮ সালে নৃতত্ত্ব নিয়ে এম.এ. করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেন এবং স্বর্ণপদক পান। Cum Laude সম্মানসহ অর্থনীতিতে ডি.এস.সি উপাধি পেয়েছেন। ক্রিটিকস্ সারকেল অফ্ ইন্ডিয়া থেকে CCI Award পেয়েছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে 'সুশীলাদেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। বহুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যত্র অধ্যাপনা করেছেন। ৩৪ বছর কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৪১ বৎসর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ করেছেন। তিনি মহেঞ্জোদাড়োয় প্রত্নতত্ত্বের কাজেও যুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি একাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সমাজ, অর্থনীতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তিনি বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই অসংখ্য মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। 'ভারতে মূলধনের বাজার', 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', 'বাংলা ও বাঙালি', 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' প্রভৃতি তাঁর রচিত জনপ্রিয় প্রবন্ধসমূহ। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলার জীবনযাত্রা, ধর্ম, রুচি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। 'বাংলার ভূতাত্ত্বিক গঠন ও ভৌগোলিক রূপরেখা' প্রবন্ধে তিনি নদীমাতৃক ভারতবর্ষের বিকাশ ও উন্নয়নের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে অঙ্কন করেন। তিনি লেখেন- নদীই বাংলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালির চরিত্র গঠন করেছে। নদীই বাংলার ভাগ্যবিধাতা। 'মধ্যযুগের মুসলিম সমাজ' প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক অবস্থান ও সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৭৭ সালের 'মূলধনের বাজারের স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি মূলধনি বাজার তথা শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, যুক্তির প্রতি আস্থা এবং উদাহরণ চয়নের মুন্সিয়ানা সকলকেই মুগ্ধ করে। তাই তাঁর লেখাগুলি শুধুই তথ্যের ইতিহাস হয়ে যায়নি, তাঁর মধ্যে এসেছে মননশীলতার ছোঁয়া, ভাষাশৈলীর নান্দনিক দিক। ড. নীহাররঞ্জন রায় এর মূল্যায়ন আমাদের সমপর্যায়ের লোক হয়েও আপনার পান্ডিত্যের অভিমান নেই, নীরবে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি উদ্ঘাটিত করে চলেছেন। আপনি আমার মত অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা। চোদ্দ শতকের বাঙালী থেকে- ছেলেদের লেখাপড়ার খরচও ছিল খুব কম। স্কুলের মাইনে ছিল মাসিক এক আনা থেকে শুরু করে ম্যাট্রিকুলেশন (স্কুল ফাইনাল) ক্লাসে দু'টাকা। কলেজের মাইনে এক টাকা (ক্ষুদিরাম বাবুর সেনট্রাল কলেজে) থেকে শুরু করে পাঁচ টাকা (স্কটিশ চার্চ কলেজে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের মাইনে ছিল আট টাকা। পরীক্ষার ফি ছিল পনের থেকে পঁচিশ টাকা। আমার প্রথম বছরে লেখাপড়া করতে মোট খরচ হয়েছিল চোদ্দ আনা পয়সা।

রোগশয্যায় কবিগুরু

গুরুদেবের অসুস্থতায় সবার মন খারাপ। সবাই ছুটে আসতে চান কবির কাছে। রোজ ভিড় করে আসছেন মানুষ শান্তিনিকেতনে। বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রতিদিন উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন একটিবার কবিকে যদি দেখতে পান। কবির শরীরের কথা ভেবে কাউকেই অনুমতি দেওয়া হয় না। তাঁরা আশ্রম প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীন। ময়মনসিংহ থেকে একটি অল্পবয়সি তরুণ তিন-চার দিন ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কবিকে দেখবে বলে। অনুমতি পাচ্ছে না, ফিরেও যাচ্ছে না বাড়ি। রানী মহালানবিশকে সামনে পেয়ে ছেলেটি কেঁদে পড়ল, একটিবার গুরুদেবকে চোখের দেখাও দেখতে পাব না! তিন দিন ধরে বসে আছি। রানী সেই কাতরতায় বিচলিত হলেন। কিন্তু কবির কাছে কাউকে নিয়ে যাওয়া এই মুহূর্তে সম্ভবও নয়। তিনি ছেলেটিকে বুঝিয়ে বললেন, কবির ক্লান্ত, দূর্বল শরীর। কাউকেই তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ওঁর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ছেলেটি কেঁদে পড়ল, একবার বাইরে থেকে দেখে চলে আসব। রানী অসহায় ভাবে তাকে 'না' বলে চলে এলেন। কিন্তু ছেলেটির মুখ তিনি ভুলতে পারছিলেন না। কবির ঘরে গিয়ে তিনি দেখলেন সুধাকান্তবাবু আছেন। সুধাকান্তবাবুকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে ছেলেটির কথা বললেন। শুনেই সুধাকান্ত লাফ দিয়ে উঠলেন, অসম্ভব। একজনকে অনুমতি দিলেই সর্বনাশ। কাউকেই আর ঠেকানো যাবে না। রানী অগত্যা বললেন, আপনি একটু ছেলেটিকে মিষ্টি কথা বলে বিদায় দিয়ে আসুন। সুধাকান্তবাবু চলে গেলেন। রানী কবির শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই রবীন্দ্রনাথ রানী ও সুধাকান্তের গোপন পরামর্শের খবর জিজ্ঞেস করলেন। কবির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রানী ছেলেটির কথা জানালেন রবীন্দ্রনাথকে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আহা, ছেলেটিকে একবার আসতে দাও না। আমি চুপ করে থাকব। কথা না বললে তো আর ক্লান্ত হ'ব না। একবারটি দেখা দিলেই কি ক্ষয়ে যাব? আমার ভাল লাগে না সবাইকে তোমরা এই ভাবে ঠেকাও বলে। কথা শেষ হতে না হতে সুধাকান্তবাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনিও এড়াতে পারেননি সেই যুবককে। অবাক চোখে তরুণটি অসুস্থ, বৃদ্ধ, বিশ্বজয়ী কবিকে দেখছেন। চোখের পলক পড়ছে না যেন। অভিভূত হয়ে পড়ার মতো দৃশ্য। কত ভালবাসে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। যেন তিনি বাঙালির দেবতা। বুড়ি (নন্দিতা দেবী) গিয়ে ছেলেটিকে বলল ঘরে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে যেতে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। জীবনকে রক্ষা করতে হবে।

সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ইতিহাস ও ব্যক্তি দর্পণে

রবীন্দ্রকুমার শীল

অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ইতিহাস ও ব্যক্তিদর্পণে (১৯০৬-২০১৭)' বইটি রচনা করে একটি কলকাতার অন্যতম খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নতুন করে সবাইকে ভাবতে শেখালেন লেখক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যখন বাংলার যুব সমাজ উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন করার উদ্যোগ দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকার সেই সময়ে বাংলার ছাত্রদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে বহু ছাত্রদের গ্রেফতার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়েছিল। তখনই জাতীয় নেতারা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পথ ধরে বাস্তবে রূপ নিল তার একটি চিত্র দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য। তবে বইটিতে যেমন অতীত ইতিহাসের কথা রয়েছে পাশাপাশি বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কালের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। বলতে গেলে বইটি রচিত হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের সঠিক চিত্রকে সবার সামনে মেলে ধরা। মনে হয়, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে এত ব্যাপক আলোচনা এর আগে কেউ করেছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। কেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ আন্দোলন করে চলেছে তা নিয়ে কিন্তু কেউ কোনও সময়ে গভীরভাবে ভেবেছে বা উপলব্ধি করেছে তা জানা যায় না। কোথায় ছাত্রদের মূল সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় কি তা নিয়ে কাউকে ভাবতে বা কথা বলতে দেখা যায় নি। সবাই চায় ছাত্র সমাজকে দমন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতে।

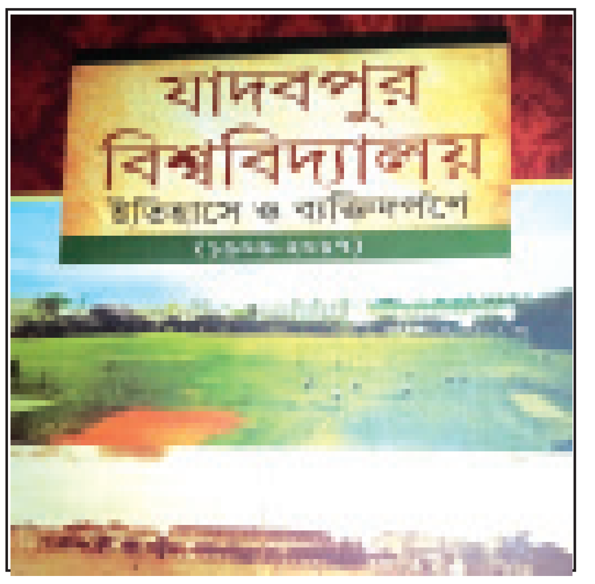

সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্যকে তাঁর গ্রন্থে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে চর্চা করতে দেখা গেল।

বইটিতে নয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম সাতটি অধ্যায় মূলত বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে। ১৯০৬ সাল অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্মের পর ১৯৫৬ সালে যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত যে অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সময়কাল সেটা প্রথম অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সময়সীমা ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল বেড়ে ওঠার সময়। একই সঙ্গে বাইরের রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা যাদবপুরের আপাত শান্ত ছাত্র সমাজকে প্রভাবিত করা সময়। স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া। সূচনা পর্ব সেটা। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯০৬ সালে শুরু হল। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এই বিভাগ তেকে ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হলেন জ্যোতি দেশাই। এই বিভাগটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগ। ১৯২১ সালে তৈরি হল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (১৯৫৬), ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড টেলিকমিউনিকেবিভাগশন বিভাগ (১৯৫৭), ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ (১৯৬৩), ফুড টেকনোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হওয়াতে দেশের মেধাবি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের মেধাবি ছাত্ররা তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রিলেশন বিভাগও খ্যাতি লাভ করেছিল। যারা সরকারী পদে আসীন ছিলেন এই রকম বশ কয়েকজন আধিকারিক এই বিভাগে পড়ুয়া হিসাবে পাঠ গ্রহণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ' ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের রাজ নৈতিক আন্দোলন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ সেটা। নকশাল বাড়ী আন্দোলনের পর্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায় রচিত হয়েছে শহিদ ছাত্রছাত্রীদের কথা। পঞ্চম অধ্যায় ' প্রতিক্রিয়ার যুগ' জরুরী অবস্থার কালো দিকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রভাব ফেলেছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আন্দোলন। অষ্টম অধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে নিয়ে আলোচনা। নবম ও শেষ অধ্যায়ে ব্যক্তিগত স্মৃতি চারণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য ছাত্র আন্দোলনের চিত্রকে পরিস্ফুটিত করে গিয়েছেন। ছাত্র আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়ে এই রকম গ্রন্থ এর আগে কোনও বই প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। বইটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের গ্রন্থ হিসাবে নিশ্চয় খ্যাতি লাভ করবে। ১৯০৫ সালে ৯ নভেম্বর পাঁতির মাঠে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের ছাত্র দমন নীতির প্রতিবাদ করে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানর জন্য রাজা সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেন। ময়মনসিংয়ের জমিদার ব্রজকিশোর আচার্য চৌধুরী ও মনোমোহন ভট্টাচার্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। আরও বহুজন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কবিগুর অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কীভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচ জনের যুক্তি করিয়া কাঠখণ্ড দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই-আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীবমঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সমস্ত দেশের প্রাঙ্গনে আজ যেন আনন্দ শঙ্খ বাজিয়া উঠে, আজ যেন উপঢৌতন প্রস্তুত থাকে, আজ যেন কৃপণতা না করি..."। এই আকাদেমির প্রধান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সতীশ চন্দ্র মুখার্জি। এই শিক্ষায়তনের শুরু ১৯১-১, বউবাজার স্ট্রিটে,স্বল্পকাল পরে জুলাই ১৯০৭ সালে এটি ১৬৪ এবং ১৬৬ বউবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯১০ সালে মে মাস পর্যন্ত এই ঠিকানাই ছিল। ইতিমধ্যে অরবিন্দ বন্দেমাতরমং পত্রিকা সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ১৯০৭ সালে ২ আগস্ট প্রিন্সিপালের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলে তাঁকে আবার নিয়ে আসা হয়। তিনি এনসিই-এর হেমচন্দ্র মল্লিক চেয়ার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে আবার ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় গ্রেফতার হন। তাঁর অবর্তমানে সতীশ চন্দ্র মুখার্জি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং সুপারের দায়িত্ব সামলান। ১৯০৮ সালে স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।

স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনের নাম 'অরবিন্দ ভবন' রাখা নিয়ে লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন। তবে স্বদেশি আন্দোলন কালে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের যুক্ত বিপ্লবীরা অরবিন্দকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অথচ লেখক অরবিন্দ ভবন নাম রাখা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বেঙ্গল টেকিনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপিত হলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন বিভাগে ফেলো প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। ১৯২১ সালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিল্প রসায়ন কোর্স সংযোজিত হলে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এনসিই-এর রেক্টর হন। লেখককে ধন্যবাদ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অজানা ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। ১৯৩৫ সালে বিটিআই এবং এনসিই-র প্রাক্তন ছাত্ররা স্বদেশি মেলায় অংশ গ্রহণ করে মেলার আকর্ষন বৃদ্ধি করে।

১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশ করেন। রাজ্যপালের সম্মতি আসে ১৪ নভেম্বর এবং সরকারি ভাবে ২৪ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। ১৮ মার্চ ১৯৫৬ সালে উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন আনুষ্ঠানিকভবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রথম রেক্টর হয়েছিলেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন। তিনি ছাত্র দরটী উপচার্য ছিলেন। ছাত্রদের কথাকে মূল্য দিতেন। ফলে ছাত্ররা কোনও সয়ে আন্দোলন করতে শুরু করলে তিনি ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য শুনতেন এবং সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বেড়ে ওঠা স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া (১৯৫৬-১৯৬৬)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে মুখর ছিল। ১৬৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ছাত্ররা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও দমন নীতির প্রতিবাদে ২৯ মার্চ ধিক্কার দিবসে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেছিল। তৃতীয় অধ্যায় ঃ বসন্তের নির্ঘোষ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। উৎপল দত্ত পরিচালিত 'কল্লোল' নাটক ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নকশাল বাড়ি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল ছাত্ররা। ১৯৬০ সালে ম্যাকনামা বিক্ষোভ অংশ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্সি, সেন্ট পলস, বিদ্যাসাগর, মৌলনা আজাদ, বঙ্গবাসী, গুরুদাস, বিদ্যাসাগর, সিটি, সুরেন্দ্রনাথ, স্কটিশ, হুগলি মহসীন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। চতুর্থ অধ্যায় ঃ মৃত্যুকে নিহত করে ওরা আসে উজ্জ্বল আরুণি'। সত্তরের দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাম বিপ্লবী মতে বিশ্বাসী হয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। আশু মজুমদার, করুণাময় সরকার, অশোক বসু, সর্বাণী প্রসাদ বসু, রজত ঘটক চৌধুরী, মানিক দাস মহাপাত্র, সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, গোপীনাথ চক্রবর্তী রথীন দাশগুপ্ত , সোমেন চন্দ, স্মরণ চট্টোপাধ্যায় তিমির বরণ সিং সহ আরও অনেক ছাত্র শহিদ হয়। তৎকালীন সরকার 'সুট অ্যাট সাইট' নীতি গ্রহণ করে। পঞ্চম অধ্যায় ঃ যাদবপুর ১৯৭২-৭৭ প্রতিক্রিয়া যুগ। ইসিহাস বিভাগের ছাত্র সুজাত ভদ্র বামপন্থী সমন্বয় গড়ে তুলে বাম ও মানবাধিকার আন্দোলনকে গড়ে তোলে। তাকে সফল করতে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেছিল। ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (JUTA) জুটা শিক্ষক সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের ধারাকে বজায় রাখা। পে-কমিশন ও বেতন বৃদ্ধি আন্দোলন (১৯৮৭), পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত আন্দোলন, শিক্ষা কর্মী নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ শিক্ষক সমাজ শক্তিশালী প্রতিবাদ গড়ে তুলে ছিল। সপ্তম অধ্যায় ঃ ছাত্র আন্দোলন (২০০১- ২০০৪)। পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন, ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে ছাত্র সমাজ। 'হোক কলরব' (২০১৪-২০১৫) যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের এই আন্দোলন পশ্চিম বঙ্গের ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে রাজ্যের রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তৎকালীন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছাত্র সমাজ কোনও আপোষ করেনি। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপাচার্যের পাশে দাঁড়ালে ছাত্র সমাজ ক্ষুব্ধ হয়। অষ্টম অধ্যায় ঃ ইতিহাস বিভাগ (১৯৫৬-২০১৭)। ইতিহাস বিভাগের শুরু ১৯৫৬ সালে। বইটির লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলী থেকে শুরু করে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখক ছাত্রদের 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' আর 'সিংহ সেনাপতি' বই পড়তে বলতেন। অধ্যাপক ইন্দ্রানী রায়, অধ্যাপক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাত ভদ্র সহ আরও অনেকের বক্তব্যকে তুলে ধরে লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশের সঙ্গে সবার পচিয় করিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি ছাত্ররা কোন দৃষ্টিতে শিক্ষকদের দেখতো তার চিত্রও বইটির মধ্যে পাই। গোপা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য, মোমাই দাশগুপ্ত, জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেক ছাত্রদের মতকে প্রকাশ করেছেন। সংযোজনী অধ্যায় ঃ শিক্ষক রণজয় কার্লেকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কেন এবং কোন কারণে বারবার শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজ প্রতিবাদী আন্দোলন মুখর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তার একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরেছেন অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য। সবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যা কাণ্ডকে নিয়ে একটি পর্যালোচনা করেছেন লেখক। ১৯৭০ সালে ৩০ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসের মধ্যে সন্ধ্যায় বেলায় এই ঘটনা ঘটে। এর জন্য আজও শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজ দুঃখ প্রকাশ করে। এই বইটি প্রকাশ করেছে সেতু প্রকাশনী। নিষ্ঠার সঙ্গে বইটি প্রকাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের আন্দোলনের স্বচ্ছ চিত্রকে সবার সামনে মেলে ধরেছে। এর জন্য প্রকাশক অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। শিক্ষা জগতে যখন কালো অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছিল তখন সেখানে আলোকিত কররা পথকে তৈরি করতে চেষ্টা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ।

প্রকাশক ঃ সেতু প্রকাশনী।

মাস্টারদার বিপ্লবী শিষ্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

চিত্তজিৎ দত্ত

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস অগ্নিযুগের বিপ্লবী। খবরটা পাকা! একদম পাকা! এই সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। বিপ্লবীদের উপর যে লোকটা এত অত্যাচার করেছে তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। প্রত্যয়ী শোনায় মাষ্টারদাকে। - কাজটা আমি করব। বোমা বাঁধতে গিয়ে আগুন লেগে যাওয়ায় জালালাবাদের পাহাড়ের লড়াইতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এবার আমার পালা। কথাটা যিনি বললেন তিনি বছর কুড়ির এক যুবক। শক্তসমর্থ চেহারা, উজ্জ্বল দুটি চোখ। দলের দায়িত্বশীল কর্মী। মাস্টারদার স্নেহ ভাজন।

মাস্টারদা খুশি হলেন। তাঁর পাশাপাশি দায়িত্ব দিলেন আর এক যুবককে। হত্যার পুরো ছক কষে ফেললেন মাস্টারদা। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাদের। ধমনীতে উত্তেজনার স্রোত টের পান দুই যুবক। মাস্টারদার সম্মান তাদের যে রাখতেই হবে। কিন্তু খবরটা কি? টি জে ক্রেগ। বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত। চট্টগ্রাম সফরে আসছেন। ট্রেনে নামবেন চাঁদপুর। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং দুর্দমনীয় সাহস ছিল ক্রেগের। বিপ্লবীদের প্রতি বরাবরই ক্রেগ ছিলেন খড়গহস্ত। ক্রমেই বিপ্লবীদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন চক্ষুশূল। তাই প্রত্যাঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। গভীর রাতে ট্রেনে চাপলেন দুই যুবক। গন্তব্য চাঁদপুর। পৌঁছালেন পরেরদিন ভোরবেলা।

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর। কনকনে শীত। সবে আলো ফুটেছে ভোরের। রাতের গন্ধ এখনও মুছে যায়নি পুরো। চারদিকে একবার তাকায় দুই যুবক। প্রচন্ড কুয়াশা। দুহাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মে ওত পেতে বসে রইলেন দুই যুবক। ক্রেগ ট্রেন থেকে নামলেই হবে প্রত্যাঘাত। কিছুক্ষণ পরেই অপেক্ষার অবসান। ২ নম্বর ডাউন সুর্মা মেইল ইন করলো চাঁদপুরে। দামাল দুই যুবক ছুটলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

সশস্ত্র দুই যুবককে ট্রেনের দিকে ছুটতে দেখেই ক্রেগ বুঝে যান যে বিপদ আসন্ন। চোখের নিমেষে বাথরুমে ঢুকে ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। ক্রেগকে অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন স্টেশনে এসেছিলেন দীর্ঘকায় এক বাঙালি পুলিশ অফিসার। চাঁদপুরের রেল পুলিশের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জি। খাঁকি উর্দি, গায়ে ওভারকোট। বেশ সাদৃশ্য রয়েছে দুজনের চেহারার। বুঝতে ভুল হল দুই যুবকের। -কে কে ওখানে? ক্রেগ না? হ্যাঁ তাই তো! বলে উঠলেন প্রথম জন। সম্মতি দিলেন অপরজন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো দুজনের অগ্নিবর্ষী রিভলভার। দ্রাম! দ্রাম! মরণযন্ত্রনায় বাংলায় চিৎকার করে উঠলেন তারিণী মুখার্জি! ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে শুরু হল হৈ হৈ চিৎকার। ওই যে ছুটে পালাচ্ছে! ধর ওদের! দুই যুবক বুঝলেন ভুল হয়েছে। নিহত ব্যক্তি ক্রেগ নন! শূন্যে গুলি চালালেন দুই রাউন্ড। প্রাণপণ ছুটলেন দুজন। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন স্টেশন থেকে।

মুহূর্তে খবর চলে গেলো চট্টগ্রাম, লাকসাম, কুমিল্লা আর পার্শ্ববর্তী এলাকায়! কাকপক্ষীও যেন পুলিশের নজর এড়াতে না পারে। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই গ্রেফতার করতে হবে! তৎপরতা ব্যর্থ হল না। পরেরদিন গ্রেফতার হলেন দুই যুবক। সাথে পাওয়া গেল তিনটি গুলি ভরা রিভলভার, একটি বোমা, কার্তুজ। তারিণী মুখার্জী মারা যাওয়ার আগে একটি খবর দিয়ে গিয়েছিলেন। দুই যুবকের একজনের গায়ে ছিল নীল আলোয়ান। এই নীল আলোয়ানের সূত্র ধরেই গ্রেফতার হন দুই যুবক। তাদের কুমিল্লা জেলে নিয়ে আসা হয়। রাতে জিজ্ঞাসাবাদ চলে জেল অফিসে। জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ সুপার মিস্টার সুটান এবং স্বয়ং ক্রেগ।

বাঁচার রাস্তা ছিল না কোন। মৃত্যুদণ্ড হল এক জনের। বয়স কম থাকার জন্যে দীপান্তর হল আর একজনের। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট। স্থান আলিপুর কেন্দ্রীয় জেলখানা। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান-এর দীর্ঘ তালিকায় যুক্ত হল তাঁর নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। জন্ম চট্টগ্রামের সারোয়াতলীতে। ১৯১০ সালের ১৬ জানুয়ারী। বাবা দুর্গাকৃপা বিশ্বাস। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। কিন্তু রামকৃষ্ণ বরাবরের মেধাবী।

চট্টগ্রামের সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেন। থাকতেন পাথরঘাটায় বোনের বাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই বিপ্লব তাঁর রক্তে। মাস্টারদার চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যোগ দিলেন তাঁর বিপ্লবী দলে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। চট্টগ্রাম দখলের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছেন মাস্টারদা আর তাঁর দলের সতীর্থরা। কিন্তু আবেগের বশে সর্বশক্তিমান ব্রিটিশকে হারানো সম্ভব না। দরকার বোমার। বোমার ক্যাপ দায়িত্ব পেলেন বিজ্ঞানের ছাত্র রামকৃষ্ণ। বোমা বানানো সহজ কাজ নয়, অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাজ চলছিল। তবুও হেরে যাওয়ার যুবক নয় রামকৃষ্ণ। কলেজ ফাঁকি দিয়ে চলল ক্যাপ বানানোর কাজ।

এমন সময় একদিন ঘটে গেলো দুর্ঘটনা। পিকরিক অ্যাসিডে তৈরি বোমাটি বজ্রের মতো ভয়ংকর শব্দে ফেটে পড়ল। হলঘরে তখন শুধু ধোঁয়া। রামকৃষ্ণ সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। পুড়ে গেল মুখ, হাত আর বুক। খবর পেয়ে ছুটে আসলেন গনেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ। রামকৃষ্ণকে নিয়ে পাড়ি দিলেন শহরের অন্য প্রান্তে। গোপনেই হল তাঁর চিকিৎসা। রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি সরকারি চাকরি করতেন। ঘটনার খবর শুনেই তিনি পুলিশে খবর দিলেন। পুলিশ হন্যে হয়ে খোঁজ করতে লাগলো রামকৃষ্ণের। চালু হল চিরুনি তল্লাশি। রামকৃষ্ণ আহত অবস্থাতেই পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অংশগ্রহণ করতেন পারলেন না জালালাবাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। সুস্থ হলেন ডিসেম্বর মাসে। আবার যোগ দিলেন মাস্টারদার দলে। দলের দায়িত্বশীল কর্মী। মাস্টারদার স্নেহভাজন। ক্রেগ হত্যার কর্মসূচিতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী।

কলকাতার ঐহিত্য ঃ রাম মন্দির ও লাল মন্দিরে ভক্ত সমাবেশ

শঙ্করলাল কর্মকার

রাম মন্দির ঃ কলকাতার রাম মন্দির রয়েছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে। ঠিক মহাজাতি সদনের পাশেই। এখানে রোজ রাম এর পুজো থেকে শুরু করে আরতি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন শেঠ সুরজমল নাগরমল। তারা এই মন্দির তৈরি করার পাশাপাশি একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। একটি স্কুলও তৈরি করা হয়। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল সেখানে রয়েছে। ভোগ বিতরণ করা হয়ে থাকে। রাম নবমীর দিন এখানে বড় ধরনের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে সাধু সন্তরা এখান এসে রাম সাধনা করার পাশাপাশি রাম ভজনা করে থাকে। বহু ভারত বিখ্যাত শিল্পীরা এসে এখানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে গিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় থাকার সময়ে এই রাম মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। বিজেপি দলের প্রয়াত নেতা বিষ্ণু কান্তি শাস্ত্রী এখানে এসে রাম নবমীর দিন পুজো দিতেন। কলকাতার আশপাশে বেশ কয়েকটি রাম মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়মণ্ড হারবার রোডের রাম মন্দির।

লাল মন্দির ঃ কলকাতায় একটি লাল মন্দির একটি রয়েছে যা আজও সকলের কাছে প্রিয় তীর্থস্থান। এর দুই পাশ দিয়ে সি আর অভিনিউ বের হয়ে গিয়েছে। মন্দিরটাকে না ভেঙে বড় রাস্তা তৈরি করা হয়। কলকাতার বড় রাস্তা বলতে সি আর এভিনিউকে বোঝায়। কলকাতার রিক্সাওয়ালারা বলে সি আর এভিনিউ হচ্ছে বড় রাস্তা। এই রাস্তা যখন তৈরি

হওয়ার পরিকল্পনা চলছিল সেই সময়ে লাল মন্দিরটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সরকার মন্দিরকে অক্ষুন্ন রেখে তার দুই পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরি করে। একটি রাস্তা দিয়ে গাড়ি আসে আর অন্যটি দিয়ে গাড়ি যায়। এর মাঝখানে অবস্থিত লাল মন্দির। লাল মন্দিরের প্রধান দেবতা হচ্ছেন শিব এবং পার্বতী। শিব পুজোই প্রধান হলেও সঙ্গে দেবী দূর্গার পুজো হয়ে থাকে। প্রতি বছরই একান বিশাল পুজোর আয়োজন করা হয়। কিন্তু রাস্তা থাকার ফলে সেখানে ভক্তদের ভিড় করতে দেওয়া হয় না। সবাই এসে ধূপ প্রদীপ এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে যায় ঘরে। লাল মন্দিরের দেব দেবী খুব জাগ্রত বলে সবাই মনে করে। এই মন্দিরকে দেখে কলকাতার ভক্তরা আসে।

রজনীশ সিং শিয়ালদহ ডিভিশনের অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ রজনীশ সিং আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের নতুন অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ২০০৫ ব্যাচের 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স' (IRSEE) ক্যাডারের আধিকারিক রজনীশ সিং এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের আগে, রজনীশ সিং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে 'চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার / লোকো' হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন এবং ওই ক্ষেত্রের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সরকারি কাজকর্ম পরিচালনায় তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও গভীর বোঝাপড়া শিয়ালদহ ডিভিশনের পরিচালনায় অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করবে। শ্রী সিং-এর মূল লক্ষ্য হবে ডিভিশন জুড়ে পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা এবং সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ডিভিশনের রেলওয়ে ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে তিনি সকলের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাথরচাপুরি যাওয়ার পথে বিপর্যয়, মালভর্তি ট্রাক পিষে দিল চারচাকা! মৃত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ আগস্ট ঃ সাত সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠল সালার-কাটোয়া রাজ্য সড়ক। আজ বুধবার সকালে দক্ষিণখণ্ড এলাকায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ি এবং এলপিজি বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালকের। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম, রাজা আনসারী (২৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীদের দলটি তালিবপুর থেকে বীরভূমের পাথরচাপুরির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। তারমধ্যেই দক্ষিণখণ্ডের কাছে আচমকাই উল্টোদিক থেকে আসা একটি এলপিজি গ্যাস বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সজোরে ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে, গাড়ির চালক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার খবর চাউর হতেই স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি আহত ৫ জনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সালার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার দেন। পরে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় আহত দু'টি শিশুর চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকরা আশঙ্কা করছেন, তারা দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে উদ্ধার করা হয়। এর পাশাপাশি ঠিক কী কারণে এই ভয়াবহ সংঘর্ষ হল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার ফলে দক্ষিণখণ্ড ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাথরচাপুরি যাওয়ার পথে এমন মর্মান্তিক পরিণতি এবং একজনের অকাল মৃত্যুতে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

শিলিগুড়িতে লক্ষাধিক টাকার বিদেশি মদ-সহ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ আগস্ট ঃ বিহারে পাচার হওয়ার আগেই লক্ষাধিক টাকার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করলো পুলিশ। প্রধান নগর থানার পুলিশ শিলিগুড়ি জংশনের কাছে একটি লজে অভিযান চালিয়ে বিহারের সহরসা জেলার এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকের নাম ভাস্কর কুমার। পুলিশের কাছে খবর ছিল, এক যুবক ওই লজে আছে, আর তার সঙ্গে রয়েছে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ। শীঘ্রই তা বিহারে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। এই তথ্যের ভিত্তিতে, প্রধান নগর থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে লজটিতে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশ একটি ঘর থেকে ভাস্কর কুমারকে গ্রেফতার করে। তল্লাশির সময় তার দুটি ট্রলি ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া ওই মদ বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে ছিল তার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া বিদেশি মদের বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ বুধবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করবে।

জমি আন্দোলনের শহিদকে স্মরণ ১৯৭০ এর লড়াইয়ের সহযোদ্ধা সুমন্ত দেবনাথ

রতন দে, বালুরঘাট, ৫ আগস্ট ঃ জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কমরেড বিগলা উরাওয়ের স্মরণে মঙ্গলবার ৪ আগস্ট বড় কাশিপুরে কর্মসূচি পালন করল আরএসপি। দলের লোকাল ও ব্রাঞ্চ নেতৃত্বের পাশাপাশি এলাকার খেটে খাওয়া মানুষ কর্মসূচিতে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন ১৯৭০ সালের ৪ আগস্টের আন্দোলনের সহযোদ্ধা সুমন্ত দেবনাথ এবং আরএসপির জেলা সম্পাদক-সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রের দাবি ১৯৬৮ সাল থেকে বড় কাশিপুর এলাকায় জোতদারদের হাতে থাকা জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের দাবিতে মানুষকে সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৭০ সালের ৪ আগস্ট লড়াই হয়। ওই ঘটনায় বিগলা উরাওয়ের মৃত্যু হয় বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। তাঁকে জমি আন্দোলনের শহিদ হিসেবে স্মরণ করে আসছে আরএসপি। প্রতি বছর ৪ আগস্ট বিগলা উরাওয়ের স্মরণে কর্মসূচি আয়োজন করা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে তৎকালীন জমি আন্দোলন ভূমিহীন মানুষের অধিকার এবং সেই আন্দোলনে বিগলা উরাওয়ের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন বক্তারা। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য ১৯৭০ সালের আন্দোলনের বহু সহযোদ্ধা বর্তমানে প্রয়াত। অনেকে বয়সজনিত কারণে সক্রিয় ভাবে কর্মসূচিতে উপস্থিত হতে পারেন না। সেই সময়ের আন্দোলনের সহযোদ্ধা সুমন্ত দেবনাথের উপস্থিতি তাই এদিনের কর্মসূচিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে তাঁরা জানান। বক্তারা অতীতের জমি আন্দোলনের স্মৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি বর্তমান সময়েও শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন জারি রাখার বার্তা দেন। কর্মসূচির শেষে বিগলা উরাওয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লাল সেলাম ও বিগলা উরাও অমর রহে স্লোগান দেওয়া হয়।

WB HIDCO

NOTICE INVITING TENDER

e-N.I.T No.**20** of G.M. (Elect) of 2026-27

Sealed Two Part tenders on **Percentage Rate Basis** are invited for the work of **"Non-comprehensive Annual Maintenance Contract for Fire Hydrant Sprinkler, Fire Alarm system including renewal of licence from Fire Department, Govt. of West Bengal for "HIDCO BHABAN", 3rd Rotary, Newtown, Kolkata for one year"** from the agencies having ability in execution of similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) **11.08.2026 upto 06-00 P.M.** Detailed may be seen in our website at **www.wbhidcoltd.com**.

General Manager (Electrical)
WBHIDCO

WB HIDCO

E- N.I.T No.05 of G.M (Tourism) of 2026-2027

Sealed E-Tender is invited for **Supply of Fish and Sea Food to Café Ekante restaurant at Eco Island, Biswa Bangla Gate, Business Club, Smart Connect, Coffee House in New Town,Toronnya and Coffee House Alipore Kolkata** having experienced in similar nature of supply items. Last date of receiving application-29.08.2026 upto 5.00 P.M. All other information and details may be obtained from the office of the G.M (Tourism), WB HIDCO LTD at Eco Island, Eco Park, New Town, Kolkata-700157. Detailed may be seen in our website at www.wbhidcoltd.com.

-Sd-
G.M (Toursim)
WB HIDCO LTD

তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রীদের জন্য পরিষেবা জোরদার করছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসে দেবাদিদেব মহাদেবের জলাভিষেকের জন্য লক্ষ লক্ষ ভক্ত তারকেশ্বরে সমবেত হওয়ায়, চলমান শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর নিরাপদ, বাধাহীন এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা নিশ্চিত করে চলেছে পূর্ব রেল। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক অপারেশনাল প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পূর্ব রেলের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা হাওড়া ডিভিশনের তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্সপেকশন পরিচালনা করেন। পুণ্যার্থীদের এই অভূতপূর্ব ভিড় এই অঞ্চলে হাওড়া ডিভিশনের ব্যাপক ব্যবস্থার সাফল্যকেই প্রতিফলিত করে। গত সোমবার তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১.৬০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম নথিভুক্ত হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ৩৪.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনেও বিপুল জনসমাগম লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে ৮৩,৯৬৩ জন পুণ্যার্থী যাতায়াত করেছেন, যা গত বছরের তুলনায় ২৬.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। পুণ্যার্থীদের এই বিশাল ভিড় দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য, পূর্ব রেল স্টেশনে ৫,৯২০ জন যাত্রীর ধারণক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি অস্থায়ী হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করেছে, যা পর্যাপ্ত আলো, পাখা, পানীয় জল এবং মোবাইল চার্জিং সুবিধা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত। অতিরিক্ত ১১টি ইউটিএস কাউন্টার, ৭ টি মোবাইল ইউটিএস কাউন্টার এবং ডেডিকেটেড সহায়ক চালিত ১০টি এটিভিএম -এর মাধ্যমে যাত্রীদের সুবিধা এবং টিকিট কাটা আরও সহজ করা হয়েছে। যাত্রীদের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে, পূর্ব রেল হাওড়া-শেওড়াফুলি, বর্ধমান এবং তারকেশ্বরের মধ্যে চলাচলকারী ১৪ জোড়া অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালিয়েছে। প্রথম তিনটি পীক উইকেন্ডে, ভিড় সামলাতে মোট ২৪৬ টি স্পেশাল ট্রেনের ট্রিপ চালানো হয়েছে। এর পাশাপাশি, জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেন চালানোর জন্য তারকেশ্বরে একটি ডেডিকেটেড ইএমইউ স্ক্র্যাচ রেক মোতায়েন রাখা হয়েছে। উৎসবের পুরো সময়জুড়ে যাত্রীদের নিরাপত্তাই পূর্ব রেলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তারকেশ্বর স্টেশনে ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরার (যার মধ্যে ২৫টি সৌরশক্তি চালিত ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত) মাধ্যমে ক্রমাগত নজরদারি চালানো হচ্ছে, যেগুলির লাইভ ফিড রিয়েল-টাইম নজরদারির জন্য একটি ডেডিকেটেড রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ওয়াররুমে পাঠানো হচ্ছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ চলাচল বজায় রাখতে সরকারি রেলওয়ে পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, হুগলি পুলিশ এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে প্রতি রবি ও সোমবার প্রায় ৪১০ জন আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। তাছাড়া, মেলার পুরো সময় জুড়ে অ্যাম্বুলেন্স, জরুরি চিকিৎসা দল এবং সিপিআর -প্রশিক্ষিত রেলকর্মী সহ ব্যাপক চিকিৎসা ব্যবস্থা ঘটনাস্থলে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় পূর্ব রেলের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা রেলকর্মী, আরপিএফ কর্মী, সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক এবং দিনরাত পুণ্যার্থীদের সেবায় নিয়োজিত সমস্ত ফ্রন্টলাইন কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসা করেন। তাঁরা পুনরায় নিশ্চিত করেন যে, নিখুঁত পরিকল্পনা, উন্নত ট্রেন পরিষেবা, শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে প্রতিটি পুণ্যার্থী যাতে সম্পূর্ণ আস্থা ও নিরাপত্তার সাথে পবিত্র তীর্থস্থানে পৌঁছাতে পারেন, তার জন্য পূর্ব রেল সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গ্রামীন বাংলার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করছে রাজ্য

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার গ্রামীন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ বিকালে নবান্ন সংলগ্ন সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি উপভোক্তাদের এই টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ছাড়াও পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-এইউজি-০১-২৬। **অকশনের ধরণঃ** ক্লোজড এন্ডেড। **বিড পদ্ধতিঃ** সাধারণ অকশন (সিঙ্গেল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১৭.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৭.০৮.২০২৬, দুপুর ২.৪০মিনিট। **প্রারম্ভিক বিরামকালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনস্ঃ** ১০ বার। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখঃ** ৩১.০৭.২০২৬, দুপুর ২.৩৮ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াঃ** অটো, **আরপি প্রদর্শিত** - না, **আরপি-এর নীচে পারমিট বিড** - হ্যাঁ। **রাইট অফ ফার্স্ট রিফিউজাল (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনা ঃ** না। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ** এবং **লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিইবি-এমপিএস-২৬-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য বেলডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ২; এএ/২; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-এমপিএস-৩৬-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ সকাল ১১.৪০ মিনিট। ৩; এএ/৩; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-এমপিএস-৪৩-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য বিড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে প্ল্যাটফর্ম শেডের নিচে (শিয়ালদহ প্রান্ত) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ সকাল ১১.৫০ মিনিট। ৪; এএ/৪; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১২-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে উত্তরদিকের বহির্গমন দ্বারে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১২.০০ মিনিট। ৫; এএ/৫; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিকিউজি-এমপিএস-২১-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য ভগবানগোলা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে শেডের নিচে প্ল্যাটফর্ম এলাকার মধ্যবর্তী অংশে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১২.১০ মিনিট। ৬; এএ/৬; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএফটি-এমপিএস-২৭-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য ভাবতা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১২.২০ মিনিট। ৭; এএ/৭; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪১-২৬-১** (এমপিএস- মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য মগরাহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে বুকিং অফিসের নিকটে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ৮; এএ/৮; **এমপিএস-এসডিএএইচ-কেআরপি-এমপিএস-২২-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য কৃষ্ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মধ্যবর্তী অংশে প্যানেল রুমের নিকটে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। ৯; এএ/৯; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৫-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং- ৩ ও ৪ এর মাঝে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-১৫/১৬তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। ১০; এএ/১০; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এমবিবি-এমপিএস-৩১-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১.০০ মিনিট। ১১; এএ/১১; **এমপিএস-এসডিএএইচ- এসডিএএইচ-এমপিএস-১৯-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং- ৫ ও ৬ এর মাঝে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-২০/২১তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১.১০ মিনিট। ১২; এএ/১২; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এসজিভি-এমপিএস-২৯-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য সারগাছি রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১.২০ মিনিট। ১৩; এএ/১৩; **এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিডিসি-এমপিএস-৪০-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে ওএসওপি-এর পাশে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১.৩০ মিনিট। ১৪; এএ/১৪; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআরপিকে-এমপিএস-৪২-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য বিশরপাড়া-কোদালিয়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে শিয়ালদহ প্রান্তের প্ল্যাটফর্ম শেডের পাশে অবস্থিত মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১.৪০ মিনিট। ১৫; এএ/১৫; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএফটি-এমপিএস-৩৩-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য ভাবতা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ১.৫০ মিনিট। ১৬; এএ/১৬; **এমপিএস-এসডিএএইচ-বিটি-এমপিএস-৩৪-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে ফুটওভার ব্রিজের নিচে (এস্কেলেটর) সিআইটি/টিআই (এম) অফিস-এর সামনে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ২.০০ মিনিট। ১৭; এএ/১৭; **এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিইবি-এমপিএস-৩০-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য দেবগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ২.১০ মিনিট। ১৮; এএ/১৮; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৭-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং- ৩ ও ৪ এর মাঝে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-১৬/১৭তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ৬ ফুট=৬০ বর্গফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ২.২০ মিনিট। ১৯; এএ/১৯; **এমপিএস-এসডিএএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-৩৮-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্); ৫ বছর সময়কালের জন্য হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ২.৩০ মিনিট। ২০; এএ/২০; **এমপিএস-এসডিএএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩৭-২৬-১** (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস্);৫ বছর সময়কালের জন্য গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট) বন্টন এবং ১৭.০৮.২০২৬ দুপুর ২.৪০ মিনিট। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (সকল লটের জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬ (সকল লটের জন্য)। **লট শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ১৭.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা (সকল লটের জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (সকল লটের জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** ড্রাফ্ট ক্যাটলগে নতুন (সকল লটের জন্য)।

(SDAH-165/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বজ্রাঘাতে মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ আগস্ট ঃ বুধবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সন্ধ্যার পর ফের নামে ঝেঁপে বৃষ্টি। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অঞ্চলেও সন্ধ্যায় ভারী বৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়, ডেবরা এবং খড়্গপুর লোকাল থানা এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত চার জনের। মৃতদের মধ্যে তিন মহিলাও রয়েছেন। বুধবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থানার ঠেঙ্গামারা এলাকায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় তাপস সাবরা (৫৯) নামে এক ব্যক্তির। খড়্গপুর লোকাল থানার বরগাই এলাকায় মৃত্যু হয় সুমিত্রা খামরুইয়ের (৫০)। ডেবরা থানার রাধামোহনপুর এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় কাজল নায়েক (৬৫) এবং মালতী পাত্রের (৪৭)। ওই এলাকায় বাজ পড়ে আহত হয়েছেন আরও তিন জন মহিলা। রাধামোহনপুরের ওই পাঁচ জনই দুর্যোগের মাঝে চাষের জমিতে কাজ করছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মনোজ কুমার পাল দিগর পিতা- ঁমোহন চন্দ্র পাল বিগত ইংরাজি ২৩.০২.২০২৪ তারিখে বড়গাছিয়া ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত-০৫০৮০০৫৯৩ নং আমোক্তার পত্রমূলে চায়না পাল স্বামী-ঁঅমর পাল দিগরের পক্ষে শেখর পাল এর নিকট হইতে ০৫০৮০১১৬২ নং দলিল মূলে জমি খরিদ করিয়াছেন। মৌজা-গৌরীপুর, জে.এল নং-৭০, দাগ নং-৪২৩,৪২৪ খতিয়ান নং-১২,২৩১ পরিমাণ- ২.৪৪ শতক। J.B.Pur-BL & LRO অফিসে মিউটেশন কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত জমির মিউটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে J.B.Pur- BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রইল।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শান্তি সাহা মহাশয়া ইংরাজির ২২.১১.২০২৪ তারিখে কাজল রায় মহাশয়া কে ১২২৫৯ / ২০২৪ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, ও কাকলি সাহা মহাশয়া ইংরাজির ২২.০৬.২০২৩ তারিখে গীতা কর্মকার মহাশয়াকে ৬১১৪ / ২০২৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন দলিল রেজিস্ট্রি করিযাছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল- ০২, হাল দাগ নং-১১৫৭ ও ১১৭০।

Dipika Das
Advocate

WB HIDCO

N. I. T No.04 of G.M (Tourism) of 2026-2027

e- Tender is invited for **Supply of Mutton of Cafe Ekante restaurant at Eco Island, Biswa Bangla Gate, Business Club, Coffee House in New Town, Cafe Ekante Alipore, Smart work Smart Living and Toronnya at New Town Kolkata** having experienced in similar nature of supply items. Last date of receiving application-21.08.2026 upto 5.00 P.M. All other information and details may be obtained from the office of the G.M (Tourism), WB HIDCO LTD at Eco Island, Eco Park, New Town, Kolkata-700157. Detailed may be seen in our website at www.wbhidcoltd.com.

-Sd-
G.M (Toursim)
WB HIDCO LTD

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/সি/হাওড়া]। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার [কো-অর্ডিনেশন]/হাওড়া-র অধীনে হাওড়া ডিভিসন/অন্যান্য ডিভিসনের যেকোন স্থানে সাইট ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী টেলর ব্যবহারের মাধ্যমে সকল প্রকার পি.ওয়ে সামগ্রী যেমন রেল, স্যুইচ, ক্রসিং ইত্যাদি এবং ইআরসি, বোল্ট ও নাট, বেয়ারিং প্লেট ও অন্যান্য পি.ওয়ে সামগ্রী এবং ট্রাক ব্যবহারের মাধ্যমে ট্র্যাক মেশিন যন্ত্রাংশ যেমন কনভেয়র বেল্ট, কাটার, চেইন, ওয়্যার প্লেট, ফিল্টার, ভাল্ভ, সিলিন্ডার, ব্যাটারি, পাম্প, মোটর ইত্যাদি পরিবহন ও তৎসহ সকল লেড, লিফ্ট, মাল্টিপল ট্র্যাকের ক্রসিং সহ ৩০ মিটার ব্যবধানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোঝাই ও খালাস, স্তূপীকরণ ও পৃথকীকরণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,৩৫,৬১,৩৩৮.১৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১০,৭১,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৩_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/কাটোয়া-র অধীনে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া সেকশনে কিমি. ৯৬/৫-৭-তে এলসি গেট নং ১৮এ/৬/সি/ই-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মান। (ii) এইএন/নবদ্বীপধাম-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে কিমি ৭৩/২৮-৩০-এ এলসি গেট নং ১৭এ-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মান। (iii) এইএন/নবদ্বীপধাম-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে কিমি ৮৪/১৩-১৫-তে এলসি গেট নং ১৭এ/৭-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মান। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৮,৭৫,২২,৪৯২.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫৭,৫০,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/ বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-251/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সরস্বতী রঞ্জিত কর্মকার মহাশয়া ইংরাজির ২২.০৬.২০২৩ তারিখে সোনামণি কর্মকার মহাশয়াকে ৬১১৬ / ২০২৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-জগদীশপুর,জে এল-০২, হাল দাগ নং-১১৫৭ ও ১১৭০

Dipika Das
Advocate

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অজিত কোলে দিং মহাশযগণ ইংরাজির ১২.০৭.২০২৪ তারিখে রাজকুমার মন্ডল দিং মহাশয়গণকে ৭৫১১ /২০২৪ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিযাছেন, হাওড়ার এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে রিন্টু ঘোষ মহাশযকে ৬৫০০ /২৬ নং দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-জগদীশপুর, জে এল- ০২, হাল দাগ নং-১১৬৪।

Dipika Das
Advocate

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল চিত্তরঞ্জন কর্মকার দিং মহাশয়গণ ইংরাজির ২২.০৬.২০২৩ তারিখে দীনবন্ধু কর্মকার দিং মহাশয়গণকে ৬১১৫ /২০২৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং-১১৫৭, ১১৭০ ও ১১৫৩।

Dipika Das
Advocate

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
CIN L70102WB1988PLC045587
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ infolnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ২৯, ৩৩ এবং ৪৭ নম্বর বিধির অধীনে জানানো যাচ্ছে যে, 'লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড'-এর পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী ১৩ আগস্ট, ২০২৬, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষাবিহীন একক ও সমন্বিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য বিষয়াদিও আলোচনা ও সম্পাদন করা হবে।
উক্তঃ বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ দেখা যাবে।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /- প্রিতিকা বাজোরিয়া
(কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫।৮।২০২৬

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ 40-ENGG-RNY-2026-27। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রমিক নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ বঙাইগাঁও জং. - আগিয়াঠুরী - সেস-এর মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৮৮,৩৬,৯৫৭.৮৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ২৩,৭৬,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আব্দুল মান্নান লস্কর দিং মহাশয়গণ ডি এস আর ১ হাওড়া অফিসে ০১০৬০ / ২০১১ নং পাওয়ার রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, হেমন্ত ঘোষ মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে ছায়া ভান্ডারী দিং মহাশয়গণকে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ০৫৩৪৮ / ২০২০ নং দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-জগদীশপুর, হাল দাগ-২৮৭৪ ও ৪৮৭৫।

Dipika Das
Advocate

আদিনাথ বায়ো- ল্যাবস লিমিটেড

CIN: L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ ম তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ investors@adinathbio.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.adinathbio.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৬ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৬ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১.৯৯	২.১৭	২.২৬	৮.৭২
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১.৭২)	(০.৮৪)	(২.৪৫)	(৪.১১)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(১.৭২)	(০.৮৪)	(২.৪৫)	(৪.১১)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১৪.৬১)	(০.৮৪)	(৭২৭.৪২)	(৭২৯.০৮)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১৪.৬১)	(০.৮৪)	(৭২৭.৪২)	(৭২৯.০৮)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,২০৭.৪৩	২,২০৭.৪৩	২,২০৭.৪৩	২,২০৭.৪৩
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(২,৯৪৭.৪৩)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০১)	(০.০০)	(০.৩৩)	(০.৩৩)

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.adinathbio.com।
২) ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার
এমডি ও সিইও
DIN No.:07777351

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ আগস্ট, ২০২৬

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক
punjab national bank

এআরএমবি, মুম্বাই সিটি
৬ষ্ঠ তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া টাওয়ার, স্যার পি এম রোড, ফোর্ট, মুম্বাই-৪০০ ০০১ ই-মেইলঃ cs6041@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এবং এর সাথে পঠিত 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮(৬)-এর শতাংশ)-এর অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি-যা সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক / চার্জকৃত এবং যার গঠনমূলক/ প্রতীকী/ বাস্তব দখল ব্যাংক/ সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে-তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে ব্যাংক/ সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয় কার্যক্রম 'যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে এবং যা কিছু আছে' ভিত্তিতে এবং নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে সম্পন্ন হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং জামানত বা বায়না অর্থ -এর পরিমাণ নিচে সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পদসমূহের তালিকা

ঋণগ্রহীতার নাম (ফার্ম / কোম্পানি), সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী / অংশীদারগণ/ পরিচালকবৃন্দ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তি বন্ধক প্রদানকারীগণ)	ক) SARFAESI আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবিনামা -এর তারিখ খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ+ সুদ ও অন্যান্য খরচ গ) SARFAESI আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে দখল গ্রহণের তারিখ ঘ) দখল গ্রহণের ধরনঃ প্রতীকী / বাস্তব/ গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি বা জামানত (জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ / সময়	সুরক্ষিত পাওনাদারদের জানা দায়ভার বা ভারসমূহের বিবরণ	সম্পত্তির আইডি কিউআর কোড
এআরএমবি মুম্বাই সিটি রাজেশ চক্রবর্তী	১ম তলা, মেট্রোপলিটন হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর 'বি', মৌজা-ধাপা, প্লট নং এ /পি /, ১৪৭/ বি, জে.এল. নং ২, তৌজি নং ১৭৩ কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- যাদবপুর (বর্তমানে তিলজলা), পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১০। (এটি একটি জি+২ তলা বিশিষ্ট আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ১ম তলায় অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ আয়তন ১৩২০ বর্গফুট এবং এর সাথে ৫৩ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত বারান্দা আছে, নিচতলায় ১৩৫ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও এর অন্তর্ভুক্ত।)	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা, ৩১.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী + অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০- টাকা খ) ১০,১২,৯০০- টাকা (২৪.০৮.২০২৬, সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	২৪।০৮।২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা	অজানা	

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের শর্তাবলী

১. এই বিক্রয় কার্যক্রম 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে পরিচালিত হবে
২. সম্পত্তিগুলো 'যেমন আছে, যেখানে আছে' , 'যেমন আছে' এবং 'যা আছে তাই' -এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
৩. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ -এর বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তার জানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে, তবে এই বিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
৪. উপরে উল্লিখিত বিষয় অনুযায়ী, **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
৫. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **www.baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলো দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তিগণঃ **সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, পবন গুদাধে - মোবাইল ৯৪২৩৭৪৩১১০, কাশিফ জুবায়ের - মোবাইল ৮৪২১৯৮১৭৩৩, রিজভান আলী - মোবাইল ৭৭৬৮৯৪১২৫৬।**
৭. উপরে উল্লিখিত কোনো সম্পত্তির (IP) জন্য দরদাতাকে নির্ধারিত 'রিজার্ভ প্রাইস' বা ভিত্তিমূল্যের চেয়ে ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করে দর প্রস্তাব করতে হবে।
দ্রষ্টব্যঃকেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার যেকোনো বিধিবদ্ধ পাওনা বা বকেয়া সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কোনো প্রকারের বকেয়া-তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত-বহন করবে না।

SARFAESI আইন, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ০৬।০৮।২০২৬
স্থান- মুম্বই

স্বা /-
অথোরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক

বেড়ানো

প্রকৃতি আর শিল্পের অনন্য মেলবন্ধন, লেহ-কার্গিলের ২০০ কিলোমিটার পথেই লাদাখের নতুন আকর্ষণ

লাদাখ মানেই বরফে মোড়া পর্বতশৃঙ্গ, নীল আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ এবং নিস্তব্ধ প্রকৃতির এক অপার্থিব সৌন্দর্য। বছরের পর বছর ধরে এই প্রাকৃতিক বৈভবই পর্যটকদের কাছে লাদাখকে করে তুলেছে অন্যতম আকর্ষণীয় ভ্রমণস্থল। তবে এবার সেই পরিচিত ছবিতে যুক্ত হয়েছে এক নতুন মাত্রা। প্রকৃতির বুকেই গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্পের এক ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী, যা লেহ থেকে কার্গিল পর্যন্ত প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথকে পরিণত করেছে এক মুক্ত আকাশের শিল্পগ্যালারিতে। এই অভিনব উদ্যোগের নাম 'লাদাখ বিয়েনাল ২০২৬'। ১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই আন্তর্জাতিক শিল্প মহোসব চলবে ১০ আগস্ট পর্যন্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনকে বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম পুনর্নবীকরণযোগ্য শিল্প উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিল্প, পরিবেশ এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে একসূত্রে গেঁথে এই মহোসব নতুন ধরনের পর্যটনের দিগন্ত খুলে দিয়েছে। উৎসবের মূল আকর্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে আটটি ভিন্ন স্থানে। লেহ, কার্গিল, লামায়ুরু, বাসগো, লিকির, নুরলা, মুলবেক এবং হুন্ডারমান-প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে শিল্পকর্ম। পাহাড়, নদী, মরুভূমিসদৃশ বিস্তীর্ণ ভূমি কিংবা ঐতিহাসিক গ্রাম-সবকিছুকেই শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির অংশ করে তুলেছেন। ফলে দর্শনার্থীরা শুধু শিল্প দেখছেন না, বরং প্রকৃতি ও শিল্পের এক অসাধারণ সমন্বয়ের অভিজ্ঞতাও

অর্জন করছেন। এই উৎসবের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এর পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে কোনো প্রচলিত গ্যালারি বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রদর্শনী কক্ষের ব্যবহার নেই। শিল্পীরা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পচনশীল উৎপাদান, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য এবং পরিবেশের ক্ষতি করে না এমন সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করেছেন তাঁদের ভাস্কর্য ও ইনস্টলেশন। প্রতিটি শিল্পকর্ম এমনভাবে নির্মিত হয়েছে, যাতে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই জীবনযাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। হিমালয়ের স্পর্শকাতর পরিবেশ রক্ষার বার্তাই এই শিল্প মহোসবের মূল উপজীব্য। দর্শনার্থীরা যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এগিয়ে যান, তখন প্রতিটি শিল্পকর্ম যেন প্রকৃতি সংরক্ষণ, দায়িত্বশীল পর্যটন এবং পরিবেশ সচেতনতার এক একটি গল্প শোনায়। ফলে এই আয়োজন শুধু শিল্পপ্রেমীদের জন্য নয়, পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা মানুষের কাছেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। লেহ-কার্গিল সড়ক ধরে ভ্রমণের সময় পর্যটকরা যেমন প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ, ঐতিহাসিক স্থাপত্য এবং পাহাড়ি গ্রামের সৌঃদর্য উপভোগ করতে পারবেন, তেমনি এই আর্ট ট্রেল তাঁদের সামনে তুলে ধরবে লাদাখের সমাজ, সংস্কৃতি এবং মানুষের জীবনসংগ্রামের নানা দিক। শিল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশগত সংকট এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরা হয়েছে, যা এই উৎসবকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে। এই আন্তর্জাতিক শিল্প উৎসবে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন লাদাখের স্থানীয় শিল্পীরাও। তাঁদের সৃষ্টিশীলতা এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পকর্ম দর্শকদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির এই সংযোগ লাদাখকে বিশ্ব শিল্পমানচিত্রে নতুন পরিচিতি দিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই শিল্পযাত্রায় অংশ নিতে কোনো প্রবেশমূল্য দিতে হচ্ছে না। আগ্রহীরা বিনামূল্যে নিবন্ধনের মাধ্যমে পুরো আর্ট ট্রেল ঘুরে দেখতে পারছেন। ফলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এই উৎসব আরও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত লাদাখ এবার শিল্প, পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই পর্যটনের এক অনন্য উদাহরণও হয়ে উঠেছে। বরফঢাকা পাহাড়ের মাঝে আধুনিক শিল্পের এই ব্যতিক্রমী আয়োজন প্রমাণ করছে, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেও সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব। লাদাখ ভ্রমণে আসা পর্যটকদের জন্য তাই এবার শুধু মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, অপেক্ষা করছে শিল্প, সংস্কৃতি এবং পরিবেশের এক ভিন্ন স্বাদের অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে আন্দোলন অব্যাহত, সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধে জল খেলেও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন দেবেন্দ্র মাহাতো

রাঁচি, ৫ াগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। সেই আন্োলনের অন্যতম মুখ ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র মাহাতো। গত চার দিন ধরে তিনি নির্জলা আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে জল গ্রহণ করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত তিনি অন্ন স্পর্শ করেননি। শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধ এবং স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পরই দেবেনন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গিয়েছে। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনের একাধিক নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং প্রকৃত মেধাবীরা বারবার বঞ্চিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে কয়েক দিন ধরে লাগাতার আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেবেন্দ্র মাহাতো, যিনি দাবি আদায়ে আমরণ অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তিনটি মূল দাবি জানানো হয়েছে। প্রথমত, নিয়োগে অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি-র মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগুলি স্থগিত রাখতে হবে। তৃতীয়ত, গোটা নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কার করে যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেবেঃদ্র মাহাতো চার দিন ধরে অন্ন ও জল সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অনশন চালিয়ে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ বাড়তে থাকে আন্দোলনকারীদের মধ্যে। বিষয়টি পৌঁছে যায় লাদাখের শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের কাছেও। এরপর বুধবার তিনি ভিডিও কলে দেবেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভিডিও কলে সোনম ওয়াংচুক দেবেন্দ্রকে বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে শরীর সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি। তিনি মনে করিয়ে দেন, অনশন কোনওভাবেই আত্মহত্যার সমার্থক নয় বরং এটি একটি অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যম। মহাত্মা গান্ধীর উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, গান্ধীজি অনশনের সময়ও লেবু ও মধু মেশানো জল পান করতেন, যাতে শরীরের ন্যূনতম শক্তি বজায় থাকে এবং দীর্ঘ সময় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোনমের পরামর্শ শোনার পর দেবেন্দ্র মাহাতো তাঁকে জানান, তিনি তখনই নির্জলা অনশন ভাঙবেন, যদি সোনম নিজে রাঁচিতে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করার আশ্বাস দেন। জবাবে সোনম ওয়াংচুক তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সুযোগ পেলেই তিনি রাঁচিতে গিয়ে আঃেদালনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁদের দাবির প্রতি সংহতি জানাবেন। সোনমের এই আশ্বাস পাওয়ার পরই দেবেন্দ্র ভিডিও কলের সামনেই নুন-লেবু মেশানো জল পান করে নির্জলা অনশন ভাঙেন। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আন্দোলন থেকে তিনি সরে আসছেন না। জল গ্রহণ করলেও অন্ন গ্রহণ করবেন না এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অনশন ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। দেবেন্দ্র মাহাতো বলেন, তিনি সোনম ওয়াংচুককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর পরামর্শ এবং আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের কারণেই তিনি জল পান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকারের উচিত আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এটি শুধু একটি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিযোগে ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁদের দাবি, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিযোগে ব্যবস্থা গড়ে তোলা না হলে ভবিষ্যতেও লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্য অনিশ্চিত থেকে যাবে। এদিকে দেবেনদ্র মাহাতোর স্বাস্থ্য নিযে. চিকিৎসকদের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলন কারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও নজর এখন রাঁচির এই বিক্ষোভ মঞ্চে। সরকার আন্দোলনকারীদের দাবির বিষয়ে. কী সিদ্ধান্ত নেয়।

দিনমজুর থেকে কোটিপতি! আত্মগোপন থেকেও হাইকোর্টের দারস্থ টুলু মণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ পাথর ব্যবসাকে কেঃদ্র করে আলোচনায. উঠে আসা টুলু মণ্ডলকে ঘিরে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। তাঁর ভগ্নিপতি মিনার মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই টুলু মণ্ডল প্রকাশ্যে আর দেখা দেননি। তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, তিনি দেশ ছেড়ে বিদেশে গিযে. আত্মগোপন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারি এড়াতে বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু মণ্ডল। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে তাঁর পক্ষ থেকে রক্ষাকবচ বা আইনি সুরক্ষার আবেদন জানিযে. মামলা দাযের করা হযেছে। আদালত এই আবেদনের পর কী নির্দেশ দেয, সেদিকেই এখন নজর তদন্তকারী মহল এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। তদন্ত সূত্রে জানা গিযেছে, একসময. অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন টুলু মণ্ডল। দিনমজুর হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সন্ধ্যায. গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালাতেন তিনি। পরে পাথরবোঝাই গাড়িতে পাথর চাপানোর ইজারা নিযে. ব্যবসাযিক জীবনের সূচনা করেন। ধীরে ধীরে সেই ব্যবসা থেকে লাভের মুখ দেখে একের পর এক লরি কেনেন এবং নিজেই পাথর পরিবহণের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। সময়ের সঙ্গে তাঁর আর্থিক অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীযবার ক্ষমতায. আসার পর বীরভূমের মহম্মদবাজার এলাকার পাথর শিল্পকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক ও ব্যবসাযিক তপরতা বাড়তে থাকে। তদন্তকারীদের দাবি, ওই সময. স্থানীয. পাথর ব্যবসাযীদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও টুলু মণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্যবসাযিক দক্ষতা এবং বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগের সুবাদে তিনি দ্রুত প্রভাবশালী হযে. ওঠেন। এরপর

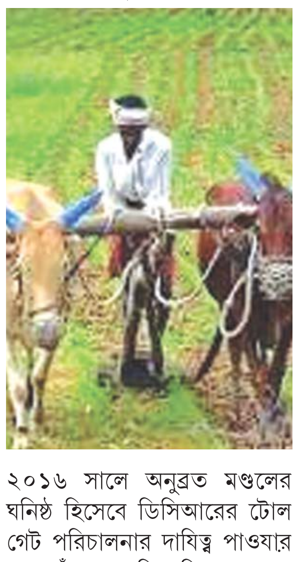

২০১৬ সালে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে ডিসিআরের টোল গেট পরিচালনার দাযিত্ব পাওযার পর তাঁর ব্যবসাযিক বিস্তার আরও দ্রুত ঘটে বলে অভিযোগ। এদিকে, গত ৩১ জুলাই বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী টুলু মণ্ডলের বিপুল সম্পত্তি নিযে. একাধিক দাবি প্রকাশ্যে আনেন। তাঁর বক্তব্য অনুযাযী, টুলু মণ্ডলের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউঃেট প্রায. ৯৩ কোটি টাকা রযেছে। এছাড়াও নগদ ৫৩ লক্ষ টাকা, ২৬৮ গ্রাম সোনা, ৪০০ গ্রাম রুপো এবং ৬৩ গ্রাম প্ল্যাটিনাম থাকার দাবি করা হয। একই সঙ্গে তাঁর মালিকানায. ৮৩টি ট্রাক ও ডাম্পার এবং বিএমডব্লিউ ও অডি-সহ মোট ২৪২টি গাড়ি রযেছে বলেও দাবি করেন শুভেঃদু। আরও দাবি করা হয, টুলু মণ্ডলের মোট ২১টি স্থাবর সম্পত্তি রযেছে, যার মধ্যে সাতটি বাড়ি, একটি ফার্মহাউস, দুটি পেট্রল পাম্প, একটি পার্কিং এলাকা, দুটি স্টোন ক্রাশার এবং প্রায. ৩০০ বিঘা জমি অন্তর্ভুক্ত। শুভেঃদু অধিকারীর অভিযোগ, এত বিপুল সম্পত্তি রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া গড়ে তোলা সম্ভব নয। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা আদালতে এখনও বিচারাধীন এবং তদন্তকারী সংস্থাও বিষযটি খতিযে. দেখছে। ইতিমধ্যেই টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোযানা জারি হযেছে এবং তাঁর একাধিক সম্পত্তি বাজেযাপ্ত করার প্রক্রিযাও শুরু হযেছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিযেছে।বর্তমানে টুলু মণ্ডলের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও তথ্য তদন্তকারীদের হাতে নেই। তাঁকে খুঁজতে বিভিন্ন জাযগায. তল্লাশি চালানো হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর সন্ধান মেলেনি। এই অবস্থায. হাই কোর্টে তাঁর রক্ষাকবচের আবেদন মামলার গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করবে কি না, নাকি তদন্তের স্বার্থে কোনও সুরক্ষা দেবে না, সেই সিদ্ধান্তের দিকেই এখন নজর রযেছে। একই সঙ্গে তদন্তকারী সংস্থাও টুলু মণ্ডলের অবস্থান শনাক্ত এবং আর্থিক লেনদেনের উস খতিযে. দেখার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

বিধানসভার ইতিহাসে প্রথম, এই প্রথম মার্শাল সাসপেন্ড

১-র পাতার পর- ৭(১)(এ) ধারা অনুযায়ী তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জানা গিয়েছে তদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাসপেনশন চলাকালীন তিনি বিধানসভার সার্ভিস রুল অনুযায়ী জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ভাতা পাবেন তিনি। চার্টারের কপি ইতিমধ্যেই বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস. এন. দাসের স্বাক্ষর করে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্য বিধানসভার দীর্ঘ ইতিহাসে এর আগে কোনও মার্শালকে এভাবে দায়িত্ব থেকে সাসপেন্ড হতে দেখা যায়নি। ফলে এই নজিরবিহীন পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, বিধানসভার ভিতরে সমস্ত রকম নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় এই মার্শালের উপরেই ন্যাস্ত থাকে। তিনি তাঁর টিম নিয়েই এই কাজ করেন। সম্প্রতি, বিধানসভায় অশিবেশন চলাকালীন কুণাল ঘোষকে যখন অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, সেই সময় এই মার্শালের নেতৃত্বাধীন টিমই সেই কাজ করে।

গুন্ডা পাঠিয়ে ক্ষমা চাইয়ে বলছে ক্ষমা করেছে রাহুল

১-র পাতার পর- না-করে রাহুল পাল্টা দাবি করলেন, ক্ষমা করে দেওয়ার ওই ভাষ্য তৈরির নেপথ্যেও আসলে রয়েছে চাপ। গুন্ডামি রয়েছে। ভয়ের বাতাবরণ রয়েছে। পড়ুয়াদের উদ্দেশে রাহুল বলেন, ''আপনাদের কোনও ভুল নেই। তাই ক্ষমা চাওয়ারও প্রশ্ন নেই। আপনারা দেশ বাঁচাতে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে যা করার করেছেন।'' প্রতিবাদী পড়ুয়াদের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেন রাহুল। কেন এই পড়ুয়ারা রাহুলের বাড়িতে? এই প্রশ্নের জবাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ''এত হামলা, এত হেনস্থার পরেও যে ওঁরা এখানে, এটা ওঁদের সাহস। আজ ওঁরা সারা দেশের সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখোমুখি। কিন্তু মোদি-শাহ এটুকুও করতে পারছেন না।'' দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়া ককরোচ আন্দোলন-পর্বে একটি ভিডিয়ো দেদার ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে এক তরুণী প্রিজন ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে তা রুখে দেন। তার পর ওই প্রিজন ভ্যান থেকে মুক্ত হন আটক পড়ুয়ারা। সেই মারাঠি তরুণী রিয়া আহেরিও ছিলেন রাহুলের ১০ জনপথে। রাহুলকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, ''অনেকে বলছেন, আমি মুম্বই পুলিশকে রুখেছি। আসলে আমি ২০ জন নিরপরাধ পড়ুয়াকে মুক্ত করেছি। ন্যারেটিভ বদলান, চিন্তা বদলান। তবেই দেশ বদলাবে।'' আন্দোলনে 'আক্রান্ত' এক তরুণী রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ''আমার নাম মুসকান। আমার নাম দেখে বলা হল আমি মুসলমান। তাই নাকি আমি আন্দোলন করছি। আসলে আমার পদবি শর্মা। আমি মুসকান শর্মা। আমি আন্দোলন করেছি আমার ভবিষ্যতের জন্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। ধর্মের জন্য নয়।''

'প্রতিবাদ চলাকালীন হিংসা রুখতে তরুণদের কথা শুনুক রাষ্ট্র'

১-র পাতার পর- ঘটনা ঘটেছে, কাল এটা যেকোনও জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক এক নজির তৈরি করবে। দিল্লির এনসিটি সরকার পিছু হটছে, আর এটা দেখে অন্য রাজ্যগুলিতেও এই ক্ষতিকর প্রবণতা তৈরি হতে পারে।'' তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ২০ জুলাইয়ের সেই মিছিলের কোনও বৈধ অনুমতি ছিল না এবং আন্দোলনের ২২টি শর্ত ভাঙা হয়েছিল। আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, ''যে সংগঠনটির কোনও রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত নেই, তাদের কীভাবে মিছিল করে গণতন্ত্রের মন্দির সংসদের দিকে যেতে দেওয়া হল? কে গ্যারান্টি দিতে পারত যে ওই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে দেশি পিস্তল বা বোমা ছিল না?'' এর জবাবে শীর্ষ আদালত স্মরণ করিয়ে দেয়, যেকোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুরুটা শান্তিপুণ হওয়া উচিত। তবে ছোটখাট বা বিচ্ছিন্ন কোনও অঘটন ঘটে গেলে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও সর্বোচ্চ সংযম দেখাতে হবে। বিচারপতিরা জোর দিয়ে বলেন, ''গণতান্ত্রিক আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হওয়া আবশ্যক। যদি কিছু ঘটনা চলেও আসে, তাহলেও বাহিনীর অনেক সংযম দেখানো দরকার, যাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে না যায়। যেখানেই এমন ঘটনা ঘটছে, আমাদের খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে, যাতে কোনওঁভাবেই তরুণরা হিংসায় জড়িয়ে না পড়েন।'' সংযমের বার্তা দেওয়ার পর আদালত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে কীভাবে তরুণদের ক্ষোভের প্রশমন ঘটানো সম্ভব। শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করে, ''সবচেয়ে ভাল পথ হল তাদের বোঝানো, কাউন্সেলিং করা। এই বিশ্ব সংসারের সবচেয়ে শক্তিশালী বল হল শোনা... তরুণদের কথা শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন তারা কেন সেখানে জড়ো হয়েছে।'' আইনগত দিক খতিয়ে দেখলেও, পুলিশ বা অন্য বলপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের একদম গ্রাউন্ড লেভেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনও হস্তক্ষেপ করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, মাঠের পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হবে তা আইন রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল। তারা পরিস্থিতি ভাল বোঝে। তবে আমরা সব পক্ষ ও সব মত শুনব, সরকারকেও এই বিষয়ে তাদের জবাব জানাতে বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা নিট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কের কারণে সৃষ্ট একাধিক মামলার সাথেই এই আবেদনের পরবর্তী শুনানি হবে। ২০ জুলাইয়ের 'সংসদ চলো' তাণ্ডবের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ আদালতের এই সুনির্দিষ্ট অবস্থান আদালতের আগের নির্দেশনারই ধারাবাহিক অংশ। গত সোমবার এই একই বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, আইন অনুযায়ী যোগ্য বা লঘু অপরাধে যুক্ত ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা মামলা রাজ্যগুলি প্রত্যাহার বা বন্ধ করতেই পারে, আদালত তাতে বাধা দিচ্ছে না। তবে যাঁরা 'গম্ভীর এবং নৃশংস' অপরাধে যুক্ত, তাঁরা আদালতের এই রক্ষাকবচ বা ছা। পাবেন না। আদালত আরও জানিয়েছিল, তরুণ শিক্ষার্থীদের মাথার ওপর যেন সর্বক্ষণ এফআইআর-এর খাঁড়া না ঝোলে, তার জন্যই তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অপেক্ষাকৃত হালকা মামলাগুলি প্রত্যাহারে সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু খুন, ধর্ষণ বা অপহরণের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের এই সুযোগ দেওয়া হবে না। একই সাথে শীর্ষ আদালত ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে, প্রত্যাহার না হওয়া মামলাগুলির তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হতে পারে। পাশাপাশি, পুলিশ বা আন্দোলনকারী - কারও তরফ থেকেই যাতে কোনও অতিরিক্ত হিংসা বা অবিচার নজর এড়িয়ে না যায়, তার জন্য হাইকোর্টের প্রাক্তন কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে একটি পৃথক তদন্ত কমিটি গড়ার ভাবনাও রয়েছে আদালতের। এমনকি ভিড় সামলাতে পুলিশ যাতে যত্রতত্র 'পেলেট গান' ব্যবহার না করতে পারে, সে বিষয়েও দেশব্যাপী একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

তোলাবাজির অভিযোগে ২২ কর্মীকে সাসপেন্ড করল বিজেপি!

১-র পাতার পর- প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে সূত্রের খবর, রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন। সেই বৈঠকে তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সুনীল বনশলের রাজ্য সফরের আগে ২২ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ নয়, বরং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে একটি রাজনৈতিক বার্তাও। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাজ্য বিজেপি বোঝাতে চাইছে যে, অভিযোগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় আপসহীন অবস্থান নেওয়া হয়েছে। এখন নজর থাকবে সুনীল বনশলের সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের বৈঠকের দিকে। সেখানে তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে কী আলোচনা হয় এবং ভবিষ্যতে আরও কোনও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না, সেটাই আগামী দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

অভিষেকের একটাই পণ 'এসএসকেএম

চান অভিষেক। আর বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আগে এসএসকে এম-র চিকিৎসকরা পরীক্ষা করবেন। তাতে সায় নেই অভিষেকের। তাই মামলা খারিজ করা হল। মামলা খারিজ করে অর্ডারে বিচারপতি লেখেন, 'আদালত যেহেতু মেডিকেল এক্সপার্ট নয়, তাই আদালত তার পরামর্শ দিয়েছিল এসএসকেএম-এ ৬ আগস্টে যাওয়ার জন্য। সেখানে নির্ধারিত হত এটা আদৌ কতটা জরুরি বাইরে যাওয়া। যেকোনও নাগরিক যেকোনও জায়গায় চিকিৎসার জন্য যেতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একাধিক মামলা রয়েছে। যার মধ্যে তিনটে মামলা বিচারাধীন এবং তদন্ত চলছে। তাই আদালত এবিষয়ে এসএসকেএম-র পরামর্শ চেয়েছিল।' উল্লেখ্য গত ২০ জুলাই অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ''আপনার চোখের চিকিৎসা কলকাতার হাসপাতালে করা হয়নি। আদালত আপনাকে তখন যেতে দিতে পারে যখন এখানে এই চিকিৎসা করা যাবে না। আপনি কি কখনও এসএসকেএম গিয়েছিলেন? চিকিসকরা একটা বোর্ড গঠন করুক। মেডিক্যাল বোর্ড যদি মনে করে চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রা প্রয়োজনীয়, তাহলে সমস্যা নেই।'' সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন না করে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দরজায় পৌঁছে যান কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৩ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে অভিষেকের আবেদনের শুনানি হয়। সেখানে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, হাইকোর্টেই এই মামলার শুনানি হবে। একইসঙ্গে নির্দেশ দেন, চোখের চিকিৎসার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ যেতে পারবেন কি না সেবিষয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপরই এদিন হাইকোর্টে ফের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে অভিষেকের আবেদনের শুনানি হয়। সেখানেই শুনানি শেষে মামলা খারিজ করেন বিচারপতি। অভিষেক চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। আবার সেই আবেদন প্রত্যাহার করতে চান এদিন।

NAME CHANGE

I, Palash Das (Old Name) S/O– Narayan Das resident of Mallikpara, Sagarpara, Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Palash Das to Palash Chandra Das and henceforth I shall be known as Palash Chandra Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Palash Chandra Das & Palash Das both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Seentu Sk (Old Name) S/O– Harun Sk resident of Vill & Po-Ramchandrapur , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Seentu Sk to Sentu Sk and henceforth I shall be known as Sentu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Sentu Sk & Seentu Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SEKH LUTFAR RAHAMAN @ LUTFUR RAHAMAN SEKH, S/O- NAOSER SEKH, resident of Vill- Puratangram, P.O.- Puratangram, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, PIN-713428, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as LUTFAR RAHAMAN SEKH in all purposes, vide affidavit No- 598, dated 05.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SEKH LUTFAR RAHAMAN, LUTFUR RAHAMAN SEKH and LUTFAR RAHAMAN SEKH all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khusina Bibi (Old Name) W/O– Nasiruddin Molla resident of Vill-Barua Nathpara , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Khusina Bibi to Adari Bibi and henceforth I shall be known as Adari Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Adari Bibi & Khusina Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sameruddin Sk (Old Name) S/O– Naosad Sekh resident of Vill-Barua Nathpara , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Sameruddin Sk to Samiruddin Sk and henceforth I shall be known as Samiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Samiruddin Sk & Sameruddin Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Yeasin Ali (Old Name) S/O–Mohammad Amir Hossain resident of 202/2, Ani Apartement, 111 Pilkhana Road Ranibagan , Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Yeasin Ali to Md Yeasin Ali and henceforth I shall be known as Md Yeasin Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit no 285 sworn before the Ld Sub-Division Exctutive Magistrate affidavit Berhampore court on 04/08/2026. My name Md Yeasin Ali & Mohammad Yeasin Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jamirul Shaikh (old Name) S/O Ajmat Sekh, resident of vill: Ghuskira, PO: Ramchandrapur, PS: Murarai, Dist: Birbhum, WB, do hereby declare that I have changed my name from Jamirul Shaikh (old Name) to Jaminur Sekh (correct name) and henceforth I shall be known as Jaminur Sekh in all purpose, vide affidavit No 1440 sworn before the Judicial Magistrate, 2nd court at Rampurhat on 14.07.2026 Jaminur Sekh and Jamirul Shaikh both are same and one identical person. That Manirul Shaikh is my son.

নাম পরিবর্তন

আমি Soharab Ali Mallick, S/O Late Abdul Goni Mondal, গ্রাম পোঃ নলপুর, থানাঃ সাঁকরাইল, জেলাঃ হাওড়া, ৭১১৩১০ বাসিন্দা। আমার আসল নাম Soharab Ali Mallick. আমার মেয়ের নাম Salma Khatun. মেয়ের শিক্ষাগত সার্টিফিকেটে ভুলবসত আমার নাম Saharab Mallick করা হয়েছে। ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যাল কোর্টের ২৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Soharab Ali Mallick (Correct Name) and Saharab Mallick এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Aktar Hossain, S/O Meraj Hossain, রামপুরহাট ঘোড়ামারা গুদামপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ৯, পোথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Meraj Hossain. কিন্তু আমার মাধ্যমিক এডমিড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে বাবার নাম Maraj Hossain করা হয়েছে। ২৯.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের ৫৫৯ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Meraj Hossain and Maraj Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, SUJAN GHOSH S/O-Late Arun Ghosh residing at 19A/86, Seal Lane, Tangra, Kolkata-700015 W.B do here by declare my father's correct and actual name Arun Ghosh instead of Lob Ghosh and henceforth he will be known as Lob Ghosh in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Sealdah on 05/08/2026. Arun Ghosh and Lob Ghosh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Manorama Kedia Agarwala wife of Binod Kumar Agarwala resident of Biswas para, Balurghat, Dakshin Dinajpur, west Bengal 733101, do hereby declare that I have changed my name from Manorama Kedia Agarwala to Manorama Agarwala. Also my name is wrongly written in my voter card vide CTB0142489 as Manorama Kedia Agarwal, while my actual name is Manorama Agarwala. And henceforth I shall be known as Manorama Agarwala in all purpose, vide affidavit no 14 sworn before the Notary Public at BALURGHAT on 12 JULY 2026. Manorama Agarwala, Manorama Kedia Agarwal and Manorama Kedia Agarwala, all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jamirul Shaikh (old Name) S/O Ajmat Sekh, resident of vill: Ghuskira, PO: Ramchandrapur, PS: Murarai, Dist: Birbhum, WB, do hereby declare that I have changed my name from Jamirul Shaikh (old Name) to Jaminur Sekh (correct name) and henceforth I shall be known as Jaminur Sekh in all purpose, vide affidavit No 1440 sworn before the Judicial Magistrate, 2nd court at Rampurhat on 14.07.2026 Jaminur Sekh and Jamirul Shaikh both are same and one identical person. That Manirul Shaikh is my son.

NAME CHANGE

I, ANITA HALDER (old Name) W/O Arun Halder, resident of vill: Tengra, PO: Rampur Bhatpara, PS: Gaighata, Dist: North 24 Parganas, WB,Pin-743249 do hereby declare that I have changed my name from ANITA HALDER (old Name) to ANITA HALDER GOLDER (correct name) and henceforth I shall be known as ANITA HALDER GOLDER in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 20.07.2026. ANITA HALDER and ANITA HALDER GOLDER both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, TAPASHRI AICH (old Name) W/O Swapan Aich, resident of vill: Tantulberia, PO: Tentulberia, PS: Gaighata, Dist: North 24 Parganas, WB,Pin-743245 do hereby declare that I have changed my name from TAPASHRI AICH (old Name) to TAPASHREE AICH (new name) and henceforth I shall be known as TAPASHREE AICH in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 28.07.2026. TAPASHRI AICH and TAPASHREE AICH both are same and one identical person.

হেলমেট পরলে 'হেলমেট হিরো' না পরলে 'প্রতিশ্রুতি কার্ড', বর্ধমানে অভিনব সচেতনতা অভিযান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ আগস্ট ঃ শাস্তি নয়, সচেতনতার বার্তা। হেলমেট পরে বাইক চালালে 'হেলমেট হিরো' ব্যাজ ও গোলাপ ফুল দিয়ে সম্মান, আর হেলমেট না পরলে চালান নয়- গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো 'প্রতিশ্রুতি কার্ড'। বুধবার বর্ধমানের ঐতিহাসিক কার্জন গেটে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে দেখা গেল এমনই অভিনব সচেতনতা কর্মসূচি। ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জীর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (ট্রাফিক) সুজিত ভট্টাচার্য্য। নিয়ম মেনে হেলমেট পরে বাইক চালানো আরোহীদের 'হেলমেট হিরো' ব্যাজ পরিয়ে এবং গোলাপ ফুল দিয়ে সম্মান জানানো হয়। অন্যদিকে, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো আরোহীদের কোনও জরিমানা না করে গলায় 'প্রতিশ্রুতি কার্ড' ঝুলিয়ে ভবিষ্যতে হেলমেট পরার অঙ্গীকার করানো হয়। পুলিশ আধিকারিকেরা জানান, হেলমেট শুধু ট্রাফিক আইনের বাধ্যবাধকতা নয়, দুর্ঘটনার সময় চালক ও তার পরিবারের সুরক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তাই শাস্তির ভয় দেখানোর পরিবর্তে ইতিবাচক বার্তার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। ডিএসপি (ট্রাফিক) সুজিত ভট্টাচার্য বলেন, নিয়মিত হেলমেট ব্যবহার করলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আঘাত ও প্রাণহানির ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জীও সকল বাইক আরোহীকে ট্রাফিক আইন মেনে এবং নিরাপদে গাড়ি চালানোর আহ্বান জানান। কার্জন গেটের মতো ব্যস্ত এলাকায় পুলিশের এই অভিনব উদ্যোগ ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উসাহ দেখা যায়। আবার এদিন বিকালে কার্জনগেটে চত্বরে রীতিমত যমদূত এর পোশাক পরিহিত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে দেখা যায় অফিস ফেরত পথচলতি মানুষদের হেলমেট পরা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে জরিমানার বদলে অভিনব কায়দায় সচেতনতার মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ম মানানোর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বর্ধমানবাসী।

মমতার পাশে নয়, অভিষেকের পাশে দাঁড়ালেন অধীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকারের পালাবদলের পর নিজের লেখা বইয়ের রয়্যালটির টাকা পাচ্ছেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সম্প্রতি নিজের সমাজ মাধ্যমের পাতায় এসে এমনই ইঙ্গিত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ইঙ্গিত বিজেপি সরকারের ভয়ে প্রকাশকরা এ বছর তাঁকে এক টাকাও দেননি। আর এই ইস্যুতেই এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। বুধবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, দিদি তৃণমূলের জমানায় নিশ্চয়ই রয়্যালটি পেয়েছেন। তবে তাঁর বই কেউ পড়তো না, তাঁর বই পড়ানো হতো, যেমন জোর করে পাঁচনের রস গেলানো হয়। অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, তৃণমূলের জমানায় আমরা দেখেছি তাঁকে ছবি আঁকতে। চোর, চিটার যারা আর যারা লুট করত তারা সেই সব ছবি কিনতো। সারদার সময় দেখেছে তাঁর ছবি কোটি টাকায় বিক্রি হতো। তবে সেই জামানা চলে গিয়েছে। এখন তাঁর ছবি, কবিতা গল্পের বইয়ের কদর নেই, কারণ তিনি ক্ষমতায় নেই। এখন পাঁচন গেলানোর মতো করে দিদির সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ পড়ার জায়গা বাংলায় নেই। তবে ওঁর উচিত পেনশন পাওয়ারের চেষ্টা করা। গত ১৫ বছরের তৃণমূল যা ধান্দা করেছে এরপরেও যদি তিনি বলেন পেনশন না পাওয়ায় অসুবিধা হচ্ছে তাহলে লোকে হাসাহাসি করবে। তবে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে অধীর চৌধুরী কটাক্ষ করলেও একটি ইস্যুতে বুধবার মমতা ব্যানার্জির ভাইপো অভিষেকের পাশে দাঁড়িয়েছেন অধীর চৌধুরী। চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনে অভিষেক ব্যানার্জির বিদেশ যাওয়ার অনুমতি কলকাতা হাইকোর্ট বাতিল করে দেওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, বিচারকদের প্রতি সম্মান রেখেই আমি বলছি, কে কোথায় চিকিৎসা করবে সেটা কোর্ট ঠিক করে দিতে পারে না। আমার কাছে যদি টাকা থাকে এবং সুযোগ থাকে তাহলে চাঁদে গিয়েও ডাক্তার দেখাতে পারি। কোনও ব্যক্তি বিদেশে গিয়ে ডাক্তার দেখাবে, এই স্বাধীনতা আমাদের দেশের আছে। তৃণমূলের খোকাবাবুর টাকার অভাব নেই। তাই বিদেশে নিজের চিকিৎসা করাতে যেতেই পারেন। অন্যদিকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আজক কিছুটা হুঙ্কারের সুরে বলেন, মানুষের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে খুব শীঘ্রই কংগ্রেস আন্দোলনের পথে নামবে। তৃণমূল চোর ছিল। বালি খাদান, গরু, পাথর সব চুরি করে গেছে। কিন্তু তারা এখন আর ক্ষমতাই নেই। ঘরে ঘরে ট্যাক্স বাড়ছে, ইলেকট্রিক মিটারের খরচ বাড়ছে। এখন মানুষের দাবী দাওয়া পূরণ না হলে আমরা আন্দোলনের পথে নামবো। অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, সমস্ত মহিলা বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছেন না। এর পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা দিতেও ১৩ পাতার শর্ত লাগানো হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি চোরদের নিয়ে এনসিপিআই দল হয়েছে, বিদ্রোহী তৃণমূল দল হয়েছে। এদেরকে তদন্তকারী সংস্থা ধরেছে বা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে না। তৃণমূল জমানায় যা হয়েছে বিজেপিও একই কাজ করছে। বিখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার বক্তব্যের আজ তীব্র সমালোচনা করেন অধীর চৌধুরী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিনি বলেন, তসলিমার জন্মের আগে থেকে মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসার দরকার নেই এ কথা বলার অধিকার তাঁকে ভারতের মানুষ দেয়নি, আমরা কেউ দেইনি। ভারত সরকার দিয়েছে কিনা জানি না। উনি তাঁর মত করে থাকুন। তসলিমার জানা উচিত মাদ্রাসাতে কেবল মুসলিম ছাত্ররা নয় মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় প্রত্যন্ত গ্রামে হিন্দুরাও মাদ্রাসায় পড়ে। অধীর চৌধুরী বলেন, মাদ্রাসা মানেই সেখানে সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয় আমি এই তত্ত্ব মানি না। কোথাও খারাপ হলে প্রশাসন দেখবে।

'প্রত্যর্পণ'-এ ফিরল ৫৪৫টি হারানো মোবাইল, মুখে হাসি প্রকৃত মালিকদের

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৫ আগস্ট ঃ হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বস্তির হাসি ফুটল শত শত মানুষের মুখে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের জনবান্ধব উদ্যোগ 'প্রত্যর্পণ' কর্মসূচির মাধ্যমে বুধবার জেলার ৫৪৫ জনের হাতে তাঁদের হারানো মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হল। এর মধ্যে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১১২ জনের হাতে উদ্ধার হওয়া মোবাইল তুলে দেন অতিথিরা। বাকি মোবাইলগুলি সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে প্রকৃত মালিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ ও মৎস্যমন্ত্রী রাজেশ মাহাতো, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) ফয়জল রাজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সন্দীপ সেন-সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৯ সালে 'প্রত্যর্পণ' কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৪,৯৩০টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মোবাইলের অবস্থান শনাক্ত করে এই উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। অনুষ্ঠানে রাজেশ মাহাতো বলেন, মোবাইল হারিয়ে গেলে দেরি না করে নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি CEIR পোর্টালে নথিভুক্ত করা জরুরি। তাতে মোবাইলের অপব্যবহার রোধের পাশাপাশি সেটি উদ্ধারের সম্ভাবনাও বাড়ে। বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের বক্তব্য, হারানো মোবাইল উদ্ধার করে মানুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়াচ্ছে। মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি উপভোক্তারাও। জেলা পুলিশের দাবি, প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ জনবান্ধব পুলিশিংয়ের অন্যতম সফল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

সরকারি চাকরির প্রস্তুতি, ঝাড়গ্রাম কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে শুরু হল বিশেষ কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৫ আগস্ট ঃ সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে জেলার চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিংয়ের উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের নির্দেশে বুধবার, ৫ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে এই কোচিং। চলবে মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত। জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের হলঘরে সপ্তাহে দু'দিন করে ক্লাস হবে। প্রতিদিন নেওয়া হবে দু'টি করে ক্লাস। ডব্লিউবিসিএস, মিসলেনিয়াস এবং ক্লার্কশিপ-সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, রিজনিং ও সাধারণ জ্ঞান-সহ একাধিক বিষয়ে পড়ানো হবে। জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের নির্বাচিত অভিজ্ঞ শিক্ষকরা এই ক্লাসগুলি নেবেন। জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা এই কোচিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। নথিভুক্ত না থাকলেও সরাসরি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে এসে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য নেওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের দাবি, সারা বছরই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই কোচিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বহু চাকরিপ্রার্থী সাফল্য পেয়েছেন। জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পাপিয়া মণ্ডল বলেন, 'ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে ভাল কোচিংয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অনেকের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যাও বড় বাধা। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ।''

নারী সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা সভা হয়ে গেল জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৫ আগস্ট ঃ বারুইপুরের সূর্যপুরের নাবালিকা ধর্ষনের ঘটনার পর থেকে নড়েচড়ে বসেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। প্রতিটা থানা এলাকায় চলছে এই বিষয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার। আর তাই জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর থানার ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা এলাকায় নারী সুরক্ষা ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম চলছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের উদ্যোগে নারী সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা সভা হয়ে গেল জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে। জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার পৌর নাগরিকদের নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে এই সচেতনতামূলক সভায় পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ড এর বহু মহিলারা অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদার, এস আই শুক্রানুর সাহা, এস আই রাজীব সাউ, বিজেপির জয়নগর তিন নং মন্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী, জেলা মহিলা নেত্রী সুপর্ণা কুন্ডু সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও বহু পৌরবাসী। এই সভায় মাদক, মদ জুয়া, ইভটিজিং সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য পৌরবাসীদের অনুরোধ করা হয়। এদিনের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৬। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.ঃ ১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৪৪-২৬-২৭। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ কাঁচরাপাড়ার অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/কাঁচরাপাড়া- এর অধীনে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,১৯,৬৯,১২৯.৬১ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ২,৩৯,৪০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ২। টেন্ডার নম্বরঃ টিএন-১৪৫-২৬-২৭। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,২৩,২৯,৬৭৯.৫১ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ২,৪৬,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ **২৮.০৮.২০২৬ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **২৮.০৮.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)।

(SDAH-168/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-এইউজি-২৬-০২। **অকশনের ধরণঃ** ক্লোজড এন্ডেড। **বিডিং প্রণালীঃ** সাধারণ অকশন (সিঙ্গেল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১৯.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৯.০৮.২০২৬, সকাল ১১.৩০মিনিট। **প্রারম্ভিক বিরাম কাল ঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনসনস্ঃ** ১০ বার। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ০৩.০৮.২০২৬, বিকাল ৫.১০ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াঃ** অটো, **আরপি প্রদর্শিত** - না, **আরপি-এর নীচে পারমিট বিড** - হ্যাঁ। **রাইট অফ ফার্স্ট রিফিউজাল (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনাঃ** না। **এসইকিউ নংঃ** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমপিএস-এসডিএএইচ-জেজেজি- এমপিএস-৩২-২৬-১ (এমপিএস— মাল্টি পারপাস স্টল্স)। **বিবরণঃ** মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বন্টন, অসংরক্ষিত-সকলের জন্য উন্মুক্ত। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২। **বায়নামূল্যঃ** ১০%। **ন্যূনতম টার্নওভার প্রয়োজনঃ** ০। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং।

(SDAH-167/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

WB HIDCO

e-N.IQ. No. 15 of G.M.(E) – I of 2026-27

Tender is invited for above NIT **"Providing & installation of digital prints on ACP base along the outside wall of Auditorium & some other works in Rabindra Tirtha Auditorium, New Town, Kolkata."** having experience in similar nature of works from any Govt. Organization. **Last date of submitting application 12.08.2026 at 2.00 PM**. Detailed may be seen in the web sites at **wbtenders.gov.in/nicgep/app & www.wbhidcoltd.com**

General Manager (Engg.) - I

WB HIDCO

NOTICE INVITING TENDER

e-N.I.T No.**22** of G.M. (Elect) of 2026-27

Sealed Two Part tenders on **Percentage Rate Basis** are invited for the work of **"Non-Comprehensive AMC of IP EP and IP EPBAX system of Matrix make, installed at Snehodiya Old Age Home, WBHIDCO, for one year"** from the agencies having ability in execution of similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) **11.08.2026** upto **06-00 P.M.** Detailed may be seen in our website at **www.wbhidcoltd.com**.

General Manager (Electrical)
WBHIDCO

WB HIDCO

NOTICE INVITING TENDER

e-N.I.T No.**21** of G.M. (Elect) of 2026-27

Sealed Two Part tenders on **Percentage Rate Basis** are invited for the work of **"Non Comprehensive operation & Maintenance of Air Conditioning system, at various location inside at ECO Island, Newtown, Kolkata under WBHIDCO"** from the agencies having ability in execution of similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) **11.08.2026** upto **06-00 P.M.** Detailed may be seen in our website at **www.wbhidcoltd.com**.

General Manager (Electrical)
WBHIDCO

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 112 **Tender Notice Date: 5/8/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 112/8/2026-2027** dated 05/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 14/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
02/Avenue Plantation/ NH-19/HD of 2026-27	Creation and Three Years Maintenance of Plantation for Avenue Plantation of 63.747 km. or say 21,250 nos. of plants under Howrah Division in connection with Six laning of National Corridor NH-19 from Palsit to Dankuni (up to NH-6 connector) from km 588.870 to 652.700 (total design length 63.830 km)	06.08.2026 at 10.00 AM	27.08.2026 at 5.00 PM

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
EOM,GPW,WBFDCL &
DFO, Howrah Division

WB HIDCO

E- N. I. T No.06 of G.M (Tourism) of 2026-2027

Sealed E-Tender is invited for **Supply of Dairy Items to Café Ekante restaurant at Eco Island, Biswa Bangla Gate, Business Club, Coffee House in New Town ,Smart Connect,Toronnya and Coffee House Kolkata** having experienced in similar nature of supply items. Last date of receiving application-21.08.2026 upto 5.00 P.M. All other information and details may be obtained from the office of the G.M (Tourism), WB HIDCO LTD at Eco Island, Eco Park, New Town, Kolkata-700157. Detailed may be seen in our website at www.wbhidcoltd.com.

-Sd-
G.M (Toursim)
WB HIDCO LTD

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম তল, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
অ্যাডমিন অফিসঃ ৪৯, এমআইজি, রতন লালা নগর, কানপুর-২০৮০২২ (উত্তর প্রদেশ)
যোগাযোগের বিবরণঃ মোবাইল ন. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২, ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com **ইমেলঃ** yashmandeepakltd@gmail.com
সিআইএন নং.ঃ এল৬৭১২০ডব্লুবি১৯৭৫পিএলসি০২৯৯০১

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিতব্য যশমান দীপক লিমিটেড-এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সংক্রান্ত তথ্য।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, যশমান দীপক লিমিটেড (কোম্পানি)-এর শেয়ারহোল্ডারদের ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩:৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং এর অধীনে জারি করা বিধিমালা-যার সাথে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ('এমসিএ') কর্তৃক যথাক্রমে ০৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ০৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ০৮ ডিসেম্বর ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ০৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/ ২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১ ও ২/২০২২ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৩ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৩/২০২৫ (যাকে পরবর্তীতে একত্রে এমসিএ সার্কুলারসমূহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ১২ মে ২০২০ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১৩ মে ২০২২ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, ৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4, ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 নম্বর সার্কুলারসমূহ-এর বিধানাবলী মেনে** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে **সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) কর্তৃক জারি করা SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখঃ ৩ অক্টোবর, ২০২৪) এবং HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/1/3762/2026 তারিখঃ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬) নম্বর সার্কুলারসমূহ (যাকে পরবর্তীতে একত্রে 'এসইবিআই সার্কুলারসমূহ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর আলোকে** কোম্পানির ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম বা বিষয়সমূহ সম্পন্ন করা।

এমসিএ এবং এসইবিআই-এর নির্দেশিকা মেনে, কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে যাদের ইমেল আইডি নথিভুক্ত রয়েছে, সেই সকল শেয়ারহোল্ডারের কাছে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হবে। এছাড়া, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ৫১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনকোম্পানির ওয়েবসাইট www.yashmandeepak.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থা! সিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম গণনার ক্ষেত্রে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

এজিএম-এ ভোট প্রদানের পদ্ধতিঃ

শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে বা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন। ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী এবং যাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী স্থান থেকে বা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হবে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ

- যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ফিজিক্যাল (কাগজের সনদ) আকারে রয়েছে এবং যারা এখনও কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে-তারা যেন যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ফর্ম ISR-1-এর মাধ্যমে একটি অনুরোধপত্র এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট- অর্থাৎ এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে পাঠান। এই অনুরোধপত্রের সাথে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি অবশ্যই উল্লেখ বা সংযুক্ত করতে হবে। নথিপত্রগুলো skcdilip@gmail.com ইমেল ঠিকানায় অথবা ডি/৪২ কাটজু নগর, নীচতলা, সাউথ সিটি মলের কাছে, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২' ঠিকানায় পাঠানো যাবে।
- যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) আকারে রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে- তারা যেন সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা আপডেট করেন।

উপরোক্ত তথ্যটি কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারের সুবিধার্থে এবং এমসিএ ও এসইবিআই-র নির্দেশিকা বা সার্কুলার মেনে প্রকাশ করা হচ্ছে।

যশমিন দীপক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- (তালিব)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখঃ ০৫.০৮.২০২৬
স্থানঃ কানপুর

ইজি ফিনকর্প লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল৬৫৯২০ডব্লুবি১৯৮৪পিএলসি২৬২২২৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ডানকান হাউজ, ৪র্থ তল, ৩১-নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২২৩০ ৮৫১৫,
ইমেলঃ rpsg.secretarial@rpsg.in **ওয়েবসাইটঃ** www.easyfincorp.com

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('আইন'), এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) ও এসইবিআই-এর জারি করা নির্দেশিকা মেনে ইজি ফিনকর্প লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') সশরীরে অনুষ্ঠিত হবে। সভাটি ২০২৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, বুধবার সকাল ১০:০০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-ডানকান হাউজ, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ-তে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৫ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে (যা সদস্যদের পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছে) উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং এমসিএ-এর নির্দেশিকা মেনে, ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬)-এর ইলেকট্রনিক কপি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ডাক ঠিকানায় ইতিমধ্যে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) মেনে পাঠানো ওই চিঠিতে ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি-সহ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.easyfincorp.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিংঃ

ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং কার্যক্রম ৩০ আগস্ট ২০২৬, রবিবার সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং) সুবিধা ব্যবহার করে ভোট প্রদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সদস্যদের এতদ্দ্বারা অবহিত করা যাচ্ছে যেঃ

ক. কোম্পানি ৫ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬) পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে।
খ. ই-ভোটিং-এর জন্য নির্ধারিত তারিখ হবে বুধবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৬।
গ. যে সকল সদস্যের নাম ২৬শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখে (অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখে) সদস্য রেজিস্টার বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাঁরা তাঁদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন।
ঘ. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং নির্ধারিত তারিখে (২৬শে আগস্ট, ২০২৬) শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি ivote@bigshareonline.com-এ অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।
ঙ. যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তিনি এজিএম-এ উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। একবার ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে না। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি কিন্তু এজিএম-এ সশরীরে উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা সভার সময় পোল/ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
চ. সংশ্লিষ্ট বিধিমালাসহ আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং সভার সময় প্রদত্ত ভোট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য কলকাতার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি ফার্ম মেসার্স আলতাব কাজী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (FRN: S2024WB999500)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
ছ. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ শ্রী প্রশান্ত গাওনকারের কাছে তাঁর ই-মেইল আইডি ivote@bigshareonline.com-এ অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৪২২ (১৮০০২২৫৪২২) বা ০২২-৬২৬৩৮৩৩৮ (০২২-৬২৬৩৮৩৩৮)-এ জানানো যেতে পারে।

ইজি ফিনকর্প লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
হিনা দুগর
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং.ঃ এসিএস ৬১৬৩০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ই আগস্ট, ২০২৬

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮
রেজিস্টার্ড অফিস এবং ফ্যাক্টরিঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪
ফোনঃ +৯১ ৩৩ ২৪৮৯ ৩৪৭২, ২৪৬৯ ৭৮২৫
সিটি অফিস এবং শেয়ার ডিপার্টমেন্টঃ ৯/১, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩ / ২২৪২ ৯৪৫৪
ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in ইমেলঃ sharedepartment@kesoramtextiles.in

২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড ('কোম্পানি')**-এর সদস্যদের **২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৬ আগস্ট, ২০২৬, বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং **('ভিসি')** অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম **(ওএভিএম)**-এর সুবিধাসহকারে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর **১০১ ও ১৩৬** ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই)-র জারি করা নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি **শুধুমাত্র** সেইসব সদস্যের কাছেই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬) প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। যেসব সদস্য বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি চেয়ে অনুরোধ জানাবেন, তাঁদের জন্য তা সরবরাহ করা হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kesoramtextiles.in**, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com** পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানাবলি কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিতব্য), এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এসএস-২)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে, কোম্পানি তার সদস্যদের যাদের কাছে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার রয়েছে ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই সুবিধাটি **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০ আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার)** অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে এবং এর মাধ্যমে সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে সদস্যরা ভিসি (ভিসি)/ওএভিএম (ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা শুরু হবে **সোমবার, ২৪ আগস্ট ২০২৬-এ (সকাল ৯:০০টা, ভারতীয় মান সময়) এবং শেষ হবে বুধবার, ২৬ আগস্ট ২০২৬-এ (বিকাল ৫:০০টা, ভারতীয় মান সময়)**। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটিভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য এজিএম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তাঁরা এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সভার নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট** ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন- এমন কোনো ব্যক্তি **helpdesk.evoting@cdslindia**-তে অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

এজিএম-এর আগে ও চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশের নোটস-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাবগুলোর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, প্রস্তাবিত বিষয়গুলো বার্ষিক সাধারণ সভার দিনেই গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি অনিল দুবে-কে (সি.পি. নং ১২৫৮৮) স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে কোম্পানি ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করবে। এই ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in ও সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ প্রকাশ করা হবে এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর কাছেও জমা দেওয়া হবে। যেসব সদস্যের এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন কোনো সহায়তার প্রয়োজন হবে, তাঁরা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

যেসব সদস্য ই-মেইল পাননি অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নথিভুক্ত নেই, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর যাদের কাছে তাঁদের ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট রয়েছে নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত / আপডেট করেন। যেসব সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট হিসেবে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের আরটিএ-এর কাছে **mcssta@rediffmail.com** ই-মেইল ঠিকানায় নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত / আপডেট করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এর সাথে নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলিও জমা দিতে হবেঃ (ক) স্বাক্ষরসহ অনুরোধপত্র, যাতে সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকবে (খ) শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (উভয় পিঠের) এবং (গ) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি। এজিএম-এর নোটিশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার পাশাপাশি ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার সুবিধার্থে এই তথ্য ও নথিপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজন।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রিতু বাজাজ
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০২১৬৭৯৮২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ই আগস্ট, ২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Mech)/Roads, KMC** invites quotation e-tender online in two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-16/2026-27

Name of work **: Manufacturing, Supply and fitting of Exhaust Impeller unit and all accessories at Batch Mix Plant under Asphaltum, Goragacha.** Estimated Cost **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.9,100.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 20.08.2026 - 1.30 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal **: 22.08.2026 - 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available from **11.08.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E (M)/Roads, KMC** invites quotation e-tender online in two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-22/2026-27

Name of work **: Supply, fitting and fixing of sprocket, belt, solenoid valve etc. and allied works for hot mix plant under Asphaltum, Goragacha.** Estimated Cost **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 7 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 20.08.2026 - 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal **: 22.08.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available from **11.08.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E(E)/WS/BPS, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/WS/BAGMARI/10/2026-27

Name of work **: Installation of a new 1200 mm butterfly valve at manifold line under Bagmari BPS.** Estimated Amount **: Rs.3,94,979.00.** Earnest Money **: Rs.7,900.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last date and time of submission of bid **: 22.08.2026 upto 2 p.m.** For detailed information please visit website **: https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :-

1. NIT No. : KMC/WS/WEST/W73/T-001/2026-27

Name of work **: Maintenance of service mains, Stand Post and allied works near 51/2, 51/1, 63/3A, 59 Harish Chatterjee Street, 51/1, 69B, 36A Kalighat Road, 6, 6/1, Jadav Lane in Ward No.73.** Estimated Amount **: Rs.2,97,076.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 28 Days.**

2. NIT No. : KMC/WS/WEST/W82/T-002/2026-27

Name of work **: Maintenance and repairing of service mains with allied works near 170A, 166, 178 Peary Mohan Roy Road, 109, Alipore Road, 9 Gobinda Auddy Road and surrounding area in Ward No.82.** Estimated Amount **: Rs.2,98,313.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 28 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 19.08.2026 at 12 noon/21.08.2026 at 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :-

1. NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/06/2026-27/08

Name of work **: Repairing and replacement of different spare parts against two numbers 03 (Three) M.T EOT Carne at Chlorine Manifold Station and Chemical Godown (Crane No.2) with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount **: Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.9,900.00.** Period of Completion **: 12 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 19.08.2026 at 2 p.m./ 21.08.2026 at 2 p.m.**

2. NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/19/2026-27

Name of work **: Renovation of 10 MT Auxiliary EOT Crane by replacing worn out spare parts with ancillary installation, testing and commissioning work at CWPS-IV, GRWW.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 14 Days.**

3. NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/21/2026-27

Name of work **: Servicing, Overhauling, De-hydration, Testing and Commissioning of 4 Nos. of 1000 KVA, 6KV/415V Rating Transformer installed at 10 MG CWPS and PH-IV WTP under GRWW.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 12 Days.**

4. NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/26/2026-27

Name of work **: Installation of 450 MM Dia Butterfly Valve on Bypass Line of 1800 MM Dia Transmission Main along with Supply, Fitting-Fixing of New Gearbox for another 450 MM Dia BFV with other ancillary work at CWPS-IV of GRWW.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 10 Days.**

5. NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/27/2026-27

Name of work **: Fabrication and Erection of M.S structural shed over Two Nos. Oil Type 1000 KVA Transformers of WTP-IV at GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,50,571.00.** Earnest Money **: Rs.5,100.00.** Period of Completion **: 14 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 18.08.2026 at 2 p.m./20.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.2 to 5).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 5).**

311 / 26-27

মাদ্রিদে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অনুদান দিলেন মেসি

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৫ আগস্টঃ দাবানলে ছারখার হয়ে যাওয়া মাদ্রিদের সিয়েরা ওয়েস্তে অঞ্চলের পাশে দাঁড়িয়েছেন লিওনেল মেসি। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনের জন্য ৮০ হাজার ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা) সহায়তা দিয়েছেন আর্জেন্টিনার এই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মাদ্রিদ কমিউনিটির প্রেসিডেন্ট ইসাবেল দিয়াস আয়ুসো মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আয়ুসো জানান, 'লিও মেসি মাদ্রিদের সিয়েরা ওয়েস্তের পুনর্গঠনের জন্য ৮০ হাজার ইউরো

দান করেছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বলতে চাই, আমরা মাদ্রিদবাসী তাঁকে শিগগিরই স্বাগত জানাতে এবং তাঁর প্রাপ্য অভিনন্দন জানাতে মুখিয়ে আছি।' সাম্প্রতিক ভয়াবহ দাবানলে সিয়েরা ওয়েস্তে অঞ্চলের ১৭টি পৌরসভার প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমন বিপর্যয়ের পর ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় একটি অনলাইন অনুদান পোর্টাল চালু করে মাদ্রিদ কমিউনিটি, যেখানে ব্যাংক ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা পাঠানো যাচ্ছে। শুধু অনুদান তোলাই নয়, পুনর্গঠনে ৪৩ দফা পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সরাসরি সহায়তা প্রদান, করছা। এবং অবকাঠামো খাতে প্রায় ২ কোটি ইউরো বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খেলার মাঠের বাইরে সামাজিক ও দাতব্যকাজে মেসির সম্পৃক্ততা নতুন কিছু নয়। নিজের প্রতিষ্ঠিত 'লিও মেসি ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে শিশুস্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান রেখে চলেছেন তিনি। এর আগে ২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারির শুরুতে বার্সেলোনার ক্লিনিক হাসপাতাল ও জন্মশহর রোসারিওর একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে ১০ লাখ ইউরো দান করেছিলেন মেসি। ক্যারিয়ারের সুবর্ণ সময় বার্সেলোনায় কাটালেও মানবিক বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী শহর বা ক্লাবকে কখনো আলাদা করে দেখেননি এই ফরোয়ার্ড, যার প্রমাণ মিলল এবারও।

শ্রীলঙ্কা সফরে বাড়তি সতর্কতা

বিশেষ প্রস্তুতির জন্য ৪ স্পিনারকে দলে নিল ভারত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ আগস্টঃ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে জয় পেতেই হবে। এই সহজ সমীকরণ মাথায় রেখেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ৯ বছর পরে শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছে ভারত। উপমহাদেশের উইকেটে স্পিনের বিরুদ্ধে যাতে বিপাকে পড়তে না হয়, তার জন্য বাড়তি সতর্ক ভারত। তাই বিশেষ প্রস্তুতির জন্য চার তরুণ স্পিনারকে নেট বোলার হিসেবে নিয়ে গিয়েছে ভারত। হর্ষ দুবে, তনুশ কোটিয়ান, বিপরাজ নিগম এবং শিবং কুমার রয়েছেন সেই তালিকায়। বুধবার কলম্বোর ননডেসক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে অনুশীলন শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এর পরেই বিসিসিআই এক বিবৃতিতে চার নেট বোলারের নাম ঘোষণা করে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'হর্ষ দুবে, শিবং কুমার, তনুশ কোটিয়ান এবং বিপরাজ নিগম প্রথম টেস্টের প্রস্তুতির জন্য নেট বোলার হিসেবে ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছেন।' ১৫ আগস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা প্রথম টেস্টের আগে এই চার বোলার

ভারতীয় ব্যাটারদের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলেই মনে করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বিদর্ভের বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার হর্ষ দুবে চলতি বছর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই-তে ভারতের হয়ে অভিষেক করেছেন। মুম্বইয়ের অফস্পিন অলরাউন্ডার তনুশ কোটিয়ান ঘরোয়া ক্রিকেটে শেষ দু'টি মরশুমে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফরম্যান্স করে নজর কেড়েছেন। আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নজর কেড়েছেন লেগস্পিন অলরাউন্ডার বিপরাজ নিগম। জুন মাসে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে ৫০ ওভারের সিরিজেও ভালো পারফর্ম করেছিলেন তিনি। অন্য দিকে মধ্যপ্রদেশের বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার শিবং কুমার গত মরশুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন। জুন মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের আগেও তিনি ভারতীয় দলে নেট বোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৫ আগস্ট গলে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। তার আগে ভারতীয় দল ৭ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত কলম্বোর এনসিসি মাঠে তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে বিশেষ পরিকল্পনা অস্ট্রেলিয়ার

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৫ আগস্টঃ ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতের মাটিতে আয়োজিত হবে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এখনও প্রায় পাঁচ মাস বাকি এই সিরিজ শুরু হতে। তার আগে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ অস্ট্রেলিয়া। এখন থেকেই ভারতের মাটিতে সফল হওয়ার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে অজি শিবির। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তার পরিবর্তে ভারতীয় পরিবেশ ও পিচের মতো পরিস্থিতি থাকবে, এমন কোনও জায়গায় বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এর পাশাপাশি ভারতে সাফল্য পাওয়ার জন্য কয়েকজন স্পেশ্যালিস্ট ক্রিকেটারকেও তৈরি করা হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না তাঁর দল। পরিবর্তে এমন একটি জায়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প আয়োজন করা হবে যেখানে ভারতের মতো আবহাওয়া ও উইকেট পাওয়া যাবে। সেই পরিবেশে অনুশীলন করেই প্রস্তুতি সারতে চাইছে অজি শিবির। তবে সেই ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই নিয়ে ম্যাকডোনাল্ড ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''আমরা মনে করি, ভারতের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে। আমাদের কাছে কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। আগে আমরা দুবাই-তে গিয়েছি। গতবার ভারত সফরের আগে বেঙ্গালুরুতেও প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এ বারও আমরা ভেবে দেখছি, কোন পরিকল্পনা সবচেয়ে কার্যকরী হবে এবং ক্রিকেটাররা সবচেয়ে ভালো ভাবে প্রস্তুতি সারতে পারবে।'' ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি নাগপুরে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এর পরে সিরিজের বাকি ম্যাচগুলো খেলা হবে চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচি এবং আমেদাবাদে। ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, ভারত সফরের জন্য যে স্পেশ্যালিস্ট ক্রিকেটাররা টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় রয়েছেন, তাঁরা নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠের টেস্ট সিরিজে না খেললেও প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন। বিগ ব্যাশ লিগের কিছু ম্যাচ না খেলে লাল বলের ক্রিকেটে মন দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে তাঁদের। এই তালিকায় রয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথিউ কুনেমান, অফস্পিনার টড মার্ফি, অলরাউন্ডার কুপার কনোলি। ব্যাটারদের মধ্যে লিস্টে রয়েছেন পিটার হ্যান্ডসকম্ব এবং ম্যাথিউ রেনশ। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া শেষবার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২০০৪-০৫ মরশুমে। এর পরে আর একবারও ভারতকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে পারেনি অজিরা। তাই দীর্ঘ ২২ বছরের অপেক্ষা ঘোচাতে এ বার আগেভাগেই বিশেষ প্রস্তুতির পথে হাঁটছে প্যাট কামিন্সের দল।

রোহিত-বিতর্কে চাকরি খোয়াতে পারেন আগরকর!

প্রধান নির্বাচকের দৌড়ে এগিয়ে লক্ষ্মণ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ফের নয়া ডামাডোল। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে আর মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো চাকরি হারাতে চলেছেন অজিত আগরকর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জল্পনা এখন রীতিমতো তুঙ্গে। বোর্ডের শীর্ষকর্তারা ইতিমধ্যে বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছেন। সব ঠিক থাকলে আগরকরের জায়গায় আসতে পারেন ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি ব্যাটার ভিভিএস লক্ষ্মণ। তিনি বর্তমানে বেঙ্গালুরুর 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এর প্রধান হিসেবে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। চলতি বছরের অর্থাৎ, ২০২৬ সালের জুন মাসেই প্রধান নির্বাচক হিসেবে প্রাক্তন পেসার আগরকরের চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তবে বোর্ড তাঁকে আরও তিন মাসের অতিরিক্ত সময় বা এক্সটেনশন দেয়। ক্রিকেট মহলের একাংশ তখন প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেন, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত হয়তো তিনিই এই পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু হঠাৎ করেই গোটা সমীকরণ বদলে গিয়েছে। গত কয়েক মাসে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল ও ঘোরালো। বিশেষ করে রোহিত শর্মার ওয়ানডে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কেই মূলত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন আগরকর। কিছুদিন ধরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটিই নাকি রোহিতের কেরিয়ারের শেষ সিরিজ হতে চলেছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আগরকরের নেতৃত্বাধীন

নির্বাচক কমিটি কোচ গৌতম গম্ভীরের টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও সেরে ফেলে। সেখানে ঠিক হয়, আগামী দিনের সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ধীরে ধীরে বাদ পড়বেন 'হিটম্যান'। কিন্তু ব্রিটিশদের ডেরায় নাটক পুরোপুরি অন্য খাতে বইছে। লর্ডসে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের আগে আচমকা খবর রটে যায়, এটাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে রোহিতের শেষ ম্যাচ। আর ঠিক সেই খেলায় মাঠে নেমে দুরন্ত শতরান হাঁকান অভিজ্ঞ ওপেনার। তাঁর এই দাপুটে সেঞ্চুরি নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে চরম বেকায়দায় ফেলে দেয়। নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা চূড়ান্ত ব্যাকফুটে চলে যান। তৃতীয় ম্যাচের আগে অবসরের এই খবর ফাঁস হতেই তড়িঘড়ি আসরে নামে বোর্ড। প্রধান নির্বাচক আগরকরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করেই প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বসেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, ''রোহিত ভারতীয় ওয়ানডে দলের একজন নিয়মিত সদস্য। যতদিন দলের সার্বিক পরিকল্পনায় ও থাকবে, ততদিন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, লর্ডসের ওয়ানডে কোনওভাবেই ওর শেষ ম্যাচ নয়।'' বোর্ড সচিবের এই মন্তব্য আগরকরের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আরও একটি চাঞ্চল্যকর খবর কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় দলের অন্দরে যাঁরা কলকাঠি নাড়েন, তাঁরা নাকি একেবারেই চাইছেন না ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে রোহিত মাঠে নামুন। এর পাশাপাশি, বোর্ডের আরও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের সফরে দশটি ম্যাচের মধ্যে আটটিতেই লজ্জার হার হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। এই জোড়া ব্যর্থতা নিয়ে বোর্ডের একটি কড়া রিভিউ মিটিং বা পর্যালোচনা বৈঠক করার কথা ছিল। ইংল্যান্ড সফরের ঠিক পরেই সেই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। উল্টে সেই কাটাছেঁড়ার আগেই জোড়া টেস্ট খেলতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গিয়েছে ভারতীয় দল। সব মিলিয়ে বোর্ডের অন্দরে এখন তুমুল টানাপড়েন। আর সেই প্রবল রেষারেষিতেই হয়তো শেষ পর্যন্ত বলির পাঁঠা হতে চলেছেন আগরকর।

অনুষ্কার প্রভাবেই কি আধ্যাত্মিক পথে বিরাট? ধোঁয়াশা মুছলেন মহম্মদ সামি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। দেশের অন্যতম চর্চিত দম্পতি। সুযোগ পেলেই তাঁরা ছুটে যান মথুরা-বৃন্দাবনে। গত মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের পরেও একই ছবি দেখা গিয়েছিল। বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে বিরুষ্কার ছবি-ভিডিও তুমুল ভাইরাল। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল সমালোচনা। নিন্দুকদের একাংশের দাবি, অনুষ্কার প্রভাবেই নাকি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক পথে হাঁটছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এবার সেই সমালোচকদেরই কড়া জবাব দিলেন তারকা পেসার মহম্মদ সামি। সতীর্থের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে সংশয়ীদের রীতিমতো তুলোধোনা করেছেন তিনি। বিরাট সবসময়ই নিজের বিশ্বাসের প্রতি সৎ। তাঁর এই আধ্যাত্মিক সফর মোটেও রাতারাতি ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা নয়। একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঠিক এমনটাই দাবি করেছেন সামি। কোহলির ভক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''এটা খুবই ভাল একটা বিষয়। আর এই বিষয়টা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি। বিরাট ভীষণ প্যাশনেট। ও

নিজে যা বিশ্বাস করে, সেটা নিয়ে খুব স্পষ্ট। নিজের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জন্য ও রীতিমতো সময় বের করে। একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলে।'' কারও ব্যক্তিগত বিশ্বাস নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করাটা মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না জাতীয় দলের এই অভিজ্ঞ পেসার। তাঁর মতে, ভক্তি ও বিশ্বাসের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ে অন্য কারও আঙুল তোলা উচিত নয়। সামির স্পষ্ট কথা, ''মহারাজের কাছে ওদের যাওয়ার প্রসঙ্গে বলি, আমি মনে করি না এই বিষয়ে কারও আঙুল তোলা বা আপত্তি জানানো উচিত। তুমি যদি কোনও কিছুতে বিশ্বাস করো, তবে সেটাকে তোমার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'' ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। সেখানে বাইরের মানুষের অযাচিত নাক গলানো যে তিনি একেবারেই বরদাস্ত করছেন না, তা সামির কথাতেই স্পষ্ট। কোহলির এই পরিবর্তনের নেপথ্যে অনেকেই অনুষ্কা শর্মার প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন। দাবি করা হচ্ছে, স্ত্রীর চাপেই নাকি ঘনঘন মন্দিরে ছুটছেন কোহলি। এই প্রসঙ্গেও কড়া প্রতিক্রিয়া সামির। তাঁর সোজাসাপ্টা জবাব, ''ওরা স্বামী-স্ত্রী। যদি অনুষ্কা এমনটা করেও থাকে, তাতে কার কী সমস্যা? আমি তো কিছু বুঝতেই পারি না।'' অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে কাকে প্রভাবিত করল, তা নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মাথা ঘামানোটা যে নেহাতই বোকামো, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতের স্পিডস্টার। ইংল্যান্ডের কাছে সদ্য ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ হেরেছে ভারত। সেই সিরিজে খেলেছিলেন বিরাট। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ফের মাঠে নামতে দেখা যাবে তাঁকে। তার আগে আপাতত পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটাচ্ছেন তিনি। আর সেই অবসরেই তাঁর আধ্যাত্মিক সফর নিয়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় ধোঁয়াশা মুছে দিলেন সতীর্থ মহম্মদ সামি।

বিশ্বকাপে জুটেছিল বেলিংহ্যামের থাপ্পড়!

আর্জেন্তিনার সেই 'বিতর্কিত' ফুটবলার ভ্যালেন্টিন বার্কোকে সই করাল চেলসি

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৫ আগস্টঃ চেলসির সমর্থকদের কাছে তিনি আপাতত এক অচেনা মুখ। তবে তাঁর একটা পরিচিতি ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। গত মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জুড বেলিংহ্যামের থাপ্পড় খেয়েছিলেন এই আর্জেন্টাইন। আটলান্টায় আয়োজিত সেই থ্রিলারে ইংরেজদের হৃদয় ভেঙে দুর্দান্ত কামব্যাক আর্জেন্তিনার। সেই উত্তেজনার মুহূর্তেই ঘটেছিল ঘটনাটি। বেলিংহ্যামের ওই আচরণের ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, বিনা প্ররোচনাতেই বোধহয় মেজাজ হারিয়েছেন ইংরেজ তারকা। কিন্তু পরে গ্যালারি থেকে তোলা ভিডিওতে আসল সত্য সামনে আসে। এনজো ফার্নান্দেজ সমতা ফেরানোর পর ইংরেজ ফুটবলারদের সামনে গিয়েই শূন্যে ঘুষি ছুড়ে বুনো উল্লাসে মেতেছিলেন বার্কো। সেই উসকানিতেই মাথা গরম করে ফেলেন বেলিংহ্যাম।

লালচে চুলের জন্য ভ্যালেন্টিন বার্কোকে আর্জেন্তিনায় সবাই 'কলো' (কলোরাডো-র সংক্ষিপ্ত রূপ) নামে ডাকে। ফলে তাঁকে চিনে নিতে ইংরেজদের খুব একটা সমস্যা হয়নি। প্রিমিয়ার লিগে পা রাখার ঠিক আগেই বিপক্ষ দেশের ফুটবলারদের এভাবে তাতানো হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তবে এই উৎকেন্দ্রিক স্বভাবই তাঁর ইউএসপি। বড় হয়ে ওঠা বোকা জুনিয়র্সের মতো বিখ্যাত ক্লাবে। ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির ছিপছিপে চেহারা। কিন্তু মাঠে নামলে রীতিমতো ভয়ডরহীন। প্রতিপক্ষকে ক্রমাগত বিরক্ত করার এক অদ্ভুত দক্ষতা রয়েছে তাঁর। মার্ক কুকুরেলয়া রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ায় চেলসিতে এমন এক 'বল বয়ে'র অভাব ছিল। মাত্র ২২ বছর বয়সেই সেই শূন্যস্থান পূরণের সবরকম যোগ্যতা রয়েছে বার্কোর। আর্জেন্টাইন ফুটবল বিশেষজ্ঞ মার্টিন মাজুরের বক্তব্য, ''কোপা লিবার্তোদোরেসের মতো টুর্নামেন্ট খেলে এসেছে ছেলেটা। ফলে চেলসির সমর্থকরা যতই চাপ দিক, ও ঘাবড়াবে না। বরং বলবে, এটাই তোমাদের সেরা? আমার তো ৫ বছরের শিশুর জন্মদিন বলে মনে হচ্ছে!'' মাঠের ভেতরে তাঁর প্রতিভা প্রশ্নের অতীত। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বোকা জুনিয়র্সের হয়ে অভিষেক। ফরোয়ার্ড হিসেবে শুরু করলেও, পরে লেফট-ব্যাক হিসেবে নজর কাড়েন। বল পায়ে ড্রিবলিং বা নিখুঁত পাস বাড়ানো-সবটাতেই তিনি অনবদ্য। বোকার হয়ে কোপা লিবার্তোদোরেসের ফাইনালেও উঠেছিলেন। শেষ ষোলোর ম্যাচে উরুগুয়ের ন্যাসিওনালের বিরুদ্ধে 'নো-লুক পাস' দিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন। আবার চরম উত্তেজনার টাইব্রেকারে জয়সূচক পেনাল্টিও মারেন। ২০২৪ সালে ব্রাইটনে সই। কোচ রবার্তো ডি জারবির প্রশংসা কুড়োলেও, নতুন কোচ ফ্যাবিয়ান হুরজেলেরের পরিকল্পনায় বাতিল। ফলে সেভিয়া ঘুরে ফরাসি লিগে স্ট্রাসবুর্গে পাড়ি দেন। সেখানে লিয়াম রোজেনিওরের কোচিংয়ে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে নিজেকে নতুন করে চেনান। মাঠে আগ্রাসী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ শান্ত মেজাজের তারকা এই বার্কো। স্ট্রাসবুর্গে খেলার সময়ই প্রথমবার বাবা হন। ম্যাচ শেষে কোচ তিন দিনের ছুটি দিলেও, মাঠে নেমে দলকে ৪-২ গোলে জেতাতে পিছপা হননি। আর্জেন্তিনা দলেও কোচ স্কালোনিকে বেঞ্চ থেকে নানা পরামর্শ দিতে দেখা যেত তাঁকে। চেলসিতে এখন জাবি আলোনসোর রাজত্ব। সাত বছরের চুক্তিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে পা রাখা বার্কো আগামী দিনে কীভাবে নিজেকে প্রমাণ করেন, সেটাই এখন দেখার।

মরক্কোয় ইনফান্তিনোর জরুরি বৈঠক, উঠেছে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে 'ব্ল্যাকমেলের' অভিযোগ এনেছেন জর্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলি বিন হুসেইন। তিনি দাবি করেছেন, ইনফান্তিনোকে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে জর্ডনের সমস্যা সমাধানে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল ফিফা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে ঘিরে সংকট আরও গভীর হয়েছে। বিশ্বকাপসহ ফিফার বড় টুর্নামেন্টগুলোর বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বিক্রির পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার পর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বুধবার ফিফার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ইনফান্তিনো। একই সঙ্গে ইনফান্তিনো বিভিন্ন সদস্যদেশের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে, সভাপতি পদ টিকিয়ে রাখতে ইনফান্তিনোর ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তারা ফিফার ২১১ সদস্যদেশের অনেক ফুটবল সংস্থার কাছে তাঁর পক্ষে সমর্থন জানাতে অনুরোধ করছেন। এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি দেশ প্রকাশ্যে ইনফান্তিনো পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ইনফান্তিনোর দীর্ঘদিনের মিত্র সৌদি আরবও এখন পর্যন্ত সমর্থনের ঘোষণা করেনি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গতকাল মঙ্গলবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেন জর্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রিন্স আলী বিন আল-হুসেইন। তাঁর দাবি, ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনে সমর্থন দিলে জর্ডান ফুটবলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ফিফা সহায়তা করবে-বিশ্বকাপ চলাকালে তাঁকে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছিল। প্রিন্স আলীর ভাষায়, এটি 'ব্ল্যাকমেল' ছাড়া আর কিছু নয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রিন্স আলী বলেন, ''আগেও আমরা তাঁকে সমর্থন করিনি, এখনো করব না। পুরো বিষয়. ব্ল্যাকমেলের শামিল, আর আমরা মাথা নত করব না।'' জর্ডান ফুটবলপ্রধান আরও অভিযোগ করেন, গত ডিসেম্বরে কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা আরব কাপে রানার্সআপ হওয়ার পরও তাঁদের প্রাপ্য অর্থ এখনো পরিশোধ করা হয়নি। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক বিশ্বকাপে টিকিট থাকা সত্ত্বেও অনেক জর্ডন সমর্থক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা পাননি। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার জন্য জর্ডনের প্রাইজমানিও যুক্তরাষ্ট্রে করের আওতায় পড়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ইনফান্তিনোর ওপর চাপ আরও বাড়িয়েছে ফিফার ভেতরের ঘটনাপ্রবাহও। ফিফার বৈশ্বিক ফুটবল উন্নয়নবিষয়ক প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গার বলেছেন, বিতর্কিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাতিল করা 'খুবই জরুরি' ছিল এবং এ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি আগে কিছুই জানতেন না। একই সময়ে ফিফার মহাসচিব ম্যাটিয়াস গ্রাফস্ট্রমও কর্মীদের কাছে পাঠানো এক ই-মেইলে সাম্প্রতিক ঘটনাকে 'দুঃখজনক ও নিন্দনীয়' বলে উল্লেখ করেন। এদিকে ওয়েলস, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সার্বিয়াসহ উয়েফার কয়েকটি সদস্যদেশ ইতিমধ্যে ইনফান্তিনোর প্রতি দেওয়া সমর্থনপত্র প্রত্যাহার করেছে। আগামী বছরের মার্চে মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিফা সভাপতি নির্বাচনের আগে এ সংকট ইনফান্তিনোর ভবিষ্যকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com